NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ শামির প্রশংসায় ওয়াসিম আকরাম

ডাচদের হারিয়ে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করল আফগানিস্তান ৮

কলকাতা ৪ নভেম্বর ২০২৩ ১৭ কার্তিক ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 4.11.2023, Vol.17, Issue No.142, 8 Pages, Price 3.00

প্রয়াত নোবেলজয়ীর মা, শোকপ্রকাশ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে আসেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। হাসপাতালে আসার কিছুক্ষণ পর দুঃসংবাদ শোনেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। শুক্রবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা লেখেন, 'আমি শোকস্তব্ধ। গতকাল তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমাদের অনেক স্মৃতি রয়েছে। তাঁর মৃত্যু বিরাট ক্ষতি। আমি সমবেদনা জানাই অভিজিৎ, অনিরুদ্ধ-সহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের।' এদিন নোবেলজয়ীর মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় গান স্যালুটের মাধ্যমে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

দলিত মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন

লখনউ, ৩ নভেম্বর: ফের পাশবিক ঘটনার সাক্ষী হল যোগীরাজ্য। এক দলিত মহিলাকে ধর্ষণ ও খুন করে দেহ কেটে টুকরো টুকরো করল অভিযুক্তরা। উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় থাকতেন ৪০ বছরের ওই মহিলা। সন্দেহের তির তিন অভিযুক্তের দিকে। সকলেই পলাতক।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রাজকুমার শুক্লা। এই ঘটনায় রাজকুমারের সঙ্গে আরও দু'জন জড়িত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক তিন জনেই। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

মোদির কাঁধে চাপবেন রামলালা

লখনউ, ৩ নভেম্বর: আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেবল উদ্বোধনই নয়, জানা যাচ্ছে রামলালার মূর্তি অস্থায়ী মন্দির থেকে রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে নিয়ে নিজের কাঁধে করে নিয়ে যাবেন মোদিই। প্রায় ৫০০ মিটার পথ তিনি খালি পায়ে মূর্তি হাতে হাঁটবেন। এমনই প্রস্তাব তাঁকে দিতে চলেছে মন্দিরের ট্রাস্ট। আর পথে থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর আঁটোসাঁটো নিরাপত্তাও। সঙ্গে থাকতে পারেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ২২ জানুয়ারি মন্দিরের পুজোতে যজমানের দায়িত্বও পালন করবেন মোদি।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

'চার দিন বাদে মুক্তি', নিজেকে ফের নির্দোষ দাবি জ্যোতিপ্রিয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সিজিওর বাইরে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে দেখা গেল কার্যত রণংদেহি মেজাজে। তার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী এবং প্রত্যয়ীও। এ দিন জোর কণ্ঠে বলেন, বিজেপিকে দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে তাঁকে। শুধু এখানেই থামলেন না, প্রথমবার তৃণমূল সুপ্রিমোর নেমড্রপ করে বলেন, 'মমতাদি জানে, মমতাদি ব্যাপারটা পুরোটাই জানে। জেনে রেখে দিন এর মধ্যে আমি মুক্ত হয়ে গিয়েছি। আমি চারদিন বাদে...।' তবে পুরো বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে তোলা হয় গাড়িতে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ইডির দপ্তর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বার করা হয় বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। তখনই একেবারে ভিন্ন মেজাজে দেখা যায় মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়কে। বলেন, 'আমি দলের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব।' জ্যোতিপ্রিয়কে এও বলতে শোনা যায় যে, 'দু'দিনের মধ্যে সব প্রকাশ হবে।' এই দু'দিন এবং চার দিনের কথা জ্যোতিপ্রিয় কেন বললেন, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত, গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও জ্যোতিপ্রিয় দাবি করেছিলেন যে, বিজেপি এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে ফাঁসিয়েছেন। সেই অভিযোগ গ্রেপ্তারির এক সপ্তাহ পরেও বহাল রাখলেন জ্যোতিপ্রিয়।

এদিকে শুক্রবার সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে জ্যোতিপ্রিয়কে এ প্রশ্নও করা হয়, দল কি তাঁর সঙ্গে আছে তা নিয়ে। জবাবে মন্ত্রী জানান, 'অবশ্যই আমার সঙ্গে আছে।' এদিকে এর ঠিক উল্টো এক ছবি বৃহস্পতিবার ধরা পড়ে বারাসাতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার কথায়। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয়ের 'দূরত্ব' বজায় রেখে বলেছিলেন, 'ব্যক্তি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কী করেছেন, তার জন্য দলের ভাবমূর্তি কেন নষ্ট হবে?' এখানে বলে রাখা শ্রেয়, কাকলি যে জেলার সাংসদ, একদা সেই উত্তর ২৪ পরগনার তৃণমূল সভাপতি ছিলেন এই জ্যোতিপ্রিয়ই।

ফলে এমন এক রাজনৈতিক আবহে জ্যোতিপ্রিয়র এই বার্তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, এই পাশে থাকার বার্তা দিতে গিয়ে জ্যোতিপ্রিয় জুড়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এবং তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে 'ব্লক হওয়া' ১ কোটি ৬৬ লক্ষ রেশন কার্ডের হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের দাবি, জ্যোতিপ্রিয়র আমলেই এই রেশন কার্ডের মাধ্যমে আসলে দুর্নীতি হয়েছিল। এদিকে কার্ডগুলি ব্লক করা হয়েছে। প্রত্যেক কার্ডের জন্য মাসে বরাদ্দ ছিল ৫ কেজি চাল। বছরে কার্ড প্রতি ৬০ কেজি চাল বরাদ্দ ছিল। অভিযোগ ওঠে, ২৮ টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়েছিল এই চাল। তদন্তকারীরাই বলছেন, এটাই হয়তো দেশের মধ্যে সবথেকে বড় রেশন স্ক্যাম হতে চলেছে।

এদিকে সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, ২০১৬ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ক্যাগ বারবার খাদ্য দপ্তরের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছিল। কত জনকে খাবার দেওয়া হয়, কত কার্ড ব্লক করা হয়েছে, কত জন আটা পান, কত জন চাল পান, গোটা তথ্য তলব করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে কোনও রিপোর্ট দেওয়া হয়নি।

সূত্রের খবর, এরপর ক্যাগের তরফ থেকেও রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই চিঠিরও কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি রাজ্যের তরফে। এছাড়াও যে সময়ে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের একটি মামলায় রাজ্য পুলিশ চালকল মালিক বাকিবুর রহমানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল, তা মাঝপথেই থেমে যায়। চার্জশিটে বাকিবুরের নামই থাকে না। এখানেও প্রভাবশালী যোগের অভিযোগ ওঠে।

মহুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে চর্চা তুঙ্গে সমর্থনে অধীর-ইয়েচুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধ ওঠা 'ঘুষের বদলে প্রশ্ন' অভিযোগ যে মোড় নিচ্ছে, তাতে রাজনৈতিক শিবিরের একটা বড় অংশ মনে করছেন, তাঁর সাংসদপদ খারিজ হওয়াটা সময়ের অপেক্ষামাত্র। এ ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছে, এখন তাকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলে যে প্রশ্নটি এখন উঠে আসছে, তা হল, কৃষ্ণনগরের এই সাংসদের ভবিষ্যৎ ঠিক কি হতে চলেছে।

রাজনৈতিক সূত্রের বক্তব্য, মহুয়ার এই লড়াইয়ে তৃণমূল পাশে থাক আর না থাক, কংগ্রেস পুরোদস্তুর রয়েছে। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দলে নির্দেশ রয়েছে, মহুয়ার জন্য যেখানে যেমন প্রয়োজন হয়, লড়ে যেতে। কৃষ্ণনগরের সাংসদের আদানি-বিরোধিতা এবং আদানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্য ও নথি সংগ্রহের দিকটি সুবিধা করে দিয়েছে কংগ্রেসকেও। আপাতত রাহুল গান্ধিও আদানিকে পাখির চোখের মতো নিশানা করে রয়েছেন। সূত্রের খবর, আসন সমঝোতার সময় এই বিশেষ অনুরোধও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৃণমূলের কাছে যেতে পারে যে, মহুয়াকে যেন টিকিট দেওয়া হয়। তাঁকে চব্বিশের লোকসভার লড়াইয়ে খুবই প্রয়োজন। মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন রাহুল গান্ধি। এবার তাঁর সমর্থনে মুখ খুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে অধীররঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য, 'মহুয়ার পক্ষে-বিপক্ষে জানি না। মহুয়া, সৌগতদা আমরা সবাই বিরোধী দলের সহকর্মী। কিন্তু মহুয়াকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে। প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে সেটা নিয়ে বিজেপির মাথাব্যথা কেন? প্রশ্ন সত্যি না বৈধ, নাকি অপ্রাসঙ্গিক। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে। একজন সাংসদকে অপরাধী বানানো হচ্ছে। আমি তাঁকে তৃণমূলের সাংসদ হিসাবে দেখছি না। তাঁর প্রশ্নটা আসলে হজম হচ্ছে না বিজেপির।

মহুয়ার পাশে শতাব্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দল চুপ। তবে দলীয় সতীর্থ তথা কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়ালেন আর এক তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। শুক্রবার বীরভূমের তারাপীঠে বীরভূমের তৃণমূল সাংসদের মন্তব্য, 'মহুয়ার জনপ্রিয়তা বেশি। তাই তাঁকে নিশানা করছে বিজেপি।' সতীর্থের দৃঢ় মানসিকতারও প্রশংসা করেন শতাব্দী। এর আগে কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মহুয়ার। মহুয়াকে 'স্ট্রং পার্লামেন্টারিয়ান' হিসাবে অভিহিত করে শতাব্দী বলেন, 'মহুয়া খুব স্ট্রং মহিলা এবং স্ট্রং পার্লামেন্টারিয়ান। খুব জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি। মহুয়ার জনপ্রিয়তাও একটা কারণ, এত ভাবে আক্রমণ করার বলে আমার মনে হয়। এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে বলে অনেক বেশি আক্রমণ ওকে লক্ষ্য করে চলছে। এথিক্স কমিটি যে প্রশ্ন করেছে তাতে আপত্তি তো বিরোধীরা সবাই করেছেন, একা মহুয়া তো নয়!'

একটা বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠছে বলে সদস্য পদ কেড়ে নিতে চাইছে। অথচ গোটা তৃণমূল পার্টি চুপ হয়ে আছে। তিনি কিন্তু তৃণমূল পার্টির সাংসদ। আমি বলে দিচ্ছি অনেককে বলতে। আমি মহুয়া মৈত্রকে সমর্থন করছি না। একজন সাংসদ হিসেবে তাঁর হয়ে আমি বলছি।'

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মহুয়া মৈত্রকে গত কয়েক দিন ধরে বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। রাজনৈতিক শিবিরের মতে, তিনিও তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে এই বার্তা দিতে চাইছেন যে, এই লড়াই তিনি তাঁর একার জন্য লড়ছেন না। চব্বিশে তৃণমূলের হয়ে দাঁড়িয়ে মোদিকে হারানোটাই তাঁর উদ্দেশ্য। মমতাকে নিজের 'দ্বিতীয় জননী' বলেও উল্লেখ করেছেন মহুয়া।

এদিকে, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভার এথিক্স কমিটির জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তিনি বলেন, 'কোনও সাংসদকে হেনস্তা করা এথিক্স কমিটির কাজ নয়। কীভাবে এথিক্স কমিটি কাজ করবে, তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেই নিয়ম না মেনে কেউ নিজের ইচ্ছেমতো এথিক্স কমিটির কাজকর্ম চালাতে পারে না।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'কে কাকে কী উপহার দিয়েছেন, এই সংক্রান্ত বহু অভিযোগ এথিক্স কমিটির কাছে আছে। একটি মামলার তদন্তে তৎপর, কারণ আদানির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বাকিরা কি উপহার নেন না? আদানির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলেই এথিক্স কমিটির এত তৎপরতা।'

সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছল ডিএ মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: উৎসবের মরশুম পেরিয়ে নতুন বছরেও সুখবর শোনার সম্ভাবনা নেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি। জানা গিয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুনানি পিছিয়ে গেল। এখনই এ বিষয়ে শীর্ষ আদালত কোনও সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে না। এ নিয়ে দশমবার ডিএ মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল শীর্ষ আদালতে। স্বভাবতই হতাশ হলেন মামলাকারী রাজ্য সরকারি কর্মীরা।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় হারে বর্ধিত ডিএ -র সমতুল হারে ডিএ পাওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন চলছে। তা এবার শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন। তবে বারবারই সুপ্রিম কোর্টে মামলা পিছিয়ে যাচ্ছে। আর তার জেরে দিশাহীন হয়ে বারবারই হতাশ হতে হচ্ছে আবেদনকারীদের।

গত জুলাই মাসে ডিএ নিয়ে কলকাতার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের করা মামলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই নভেম্বরে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন দায়ের হলেও মামলার চূড়ান্ত শুনানি এ পর্যন্ত হয়নি। প্রথম শুনানিতেই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। ফলে মামলায় নতুন বেঞ্চ গঠন করতে হয়। এরপর জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে শুনানির কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। নভেম্বরের ৩ তারিখ দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু এদিনও আশাব্যঞ্জক শুনানি হল না। এদিন কর্মচারী সংগঠন কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ফিরদৌস শামিম জানান, বার বার শুনানি পিছিয়ে যাচ্ছে। যে কোনও একটি দিন শুনানির জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। তবে বিচারপতিরা জানান, ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুনানি হবে।

নির্বাচনী বন্ডের হিসাব চেয়ে কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে হওয়ার আয়ের হিসাব দু'সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। টানা তিনদিন নির্বাচনী বন্ড নিয়ে শুনানি শেষে রায় সংরক্ষিত রেখে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রকে বলা হল, নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত যা কিছু ত্রুটি রয়েছে, তা মিটিয়ে ফেলতে কোনও বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া তৈরি করা হোক।

এদিন আদালতের বিরক্তির মুখে পড়তে হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীকে। এখনও পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল বন্ড মারফত কত টাকা পেয়েছে, সেই তথ্য চাইলেও পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে পারেননি আইনজীবী অমিত শর্মা। তিনি আদালতকে জানান, কমিশন মনে করেছিল আদালতের সেই নির্দেশ শুধুমাত্র ২০১৯ সালের নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য ছিল। এর পরই চার বছর আগের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের উল্লেখ করে বেঞ্চ বলে, সেই সময় কমিশনকে বলা হয়েছিল, প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তাদের নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের কাছে মুখবন্ধ খামে জমা দিতে হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জমা পড়া সেই খামগুলিই আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে আদালতে জমা দিতে বলা হল।

দূষণে ফের গ্যাস চেম্বার দিল্লি, বন্ধ স্কুল

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: চলতি বছরের সবচেয়ে বেশি দূষণ ধরা পড়ল দিল্লির বাতাসে। শুক্রবার সকালে ৪৬০ ছুঁয়ে ফেলে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স। রাজধানীর বিষাক্ত বাতাসে ক্ষতি এড়াতে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ কাজেও আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। গাড়ির ব্যবহার বন্ধ করে সাধারণ মানুষ যেন মেট্রোতে চলাফেরা করেন তাই ২০টি বেশি মেট্রো চালানো হচ্ছে দিল্লিতে। কেজরি সরকারকে তোপ দেগে বিজেপির দাবি, দিল্লিকে গ্যাস চেম্বার বানিয়ে ফেলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

সচরাচর দীপাবলির সময় দিল্লির দূষণের মাত্রা খুবই বেড়ে যায়। পার্শ্ববর্তী রাজ্য পঞ্জাব ও হরিয়ানায় খেতের নাড়া জ্বালানোর ধোঁয়া, সঙ্গে দীপাবলি উপলক্ষে দিল্লিতে যথেচ্ছ বাজির ব্যবহার, এই দুই মিলিয়ে রাজধানী দিল্লিজুড়ে ছেয়ে থাকে ধোঁয়াশার আস্তরণ। এমন চিত্র দেখতেই এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন দিল্লিবাসীরা। সেই একই চিত্র দীপাবলির বেশ কিছুদিন আগে নবরাত্রির সময়ে সামনে উঠে আসায় কপালে ভাঁজ পড়েছে প্রশাসনের।

শুক্রবার সকাল থেকেই দিল্লির পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে যায় গোটা শহর। সকাল আটটার সময়ে বায়দূষণের সূচকে ৪৬৪ পর্যন্ত উঠে যায়। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স অনুযায়ী, ৪০১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত স্কোর উদ্বেগজনক। এদিন সফদরজং এলাকায় দৃশ্যমানতা নেমে যায় ৬০০ মিটারে। সারাদিনেও এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে মনে করছে না আবহাওয়া দপ্তর। খুব কম গতিতে বাতাস বইবে বলেও আশঙ্কা রয়েছে।

দূষণের মধ্যেই শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দিল্লির সমস্ত প্রাথমিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, এমন নির্মাণকাজও বন্ধ রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, দিল্লিতে থাকার সময়ে ইনহেলার ব্যবহার করতে হয়েছিল ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের। বিষাক্ত বাতাসের কারণে সমস্যায় পড়েছেন দিল্লির সাধারণ মানুষও। চোখ জ্বালা, গলা চুলকানোর মতো সমস্যা হচ্ছে তাঁদের। দূষণ রোধে দিল্লি সরকারের ব্যর্থতাকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, কেজরিওয়ালের সরকার দূষণ ছড়িয়ে দিল্লিকে গ্যাস চেম্বার বানিয়ে ছেড়েছে।

রাজধানীর পরিবেশকে আরও দূষিত করে তুলছিল বিএস থ্রি পেট্রল এবং বিএস ফোর ডিজেলচালিত গাড়িগুলি। তাই রাজধানীকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার যে সব

পদক্ষেপ করেছে, তার মধ্যে এই দুই মডেলের গাড়ি নিয়েও পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে।

এই দুই মডেলের গাড়ির কারণে রাজধানীর বাতাস যাতে আরও দূষিত না হয়ে ওঠে, তাই রাস্তায় এই দুই ধরনের গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, পড়শি রাজ্য হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান থেকে যাতে এই দুই ধরনের গাড়ি রাজধানীতে ঢুকতে না পারে, সে দিকেও নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে দিল্লি প্রশাসন সূত্রে খবর। রাস্তায় এই দুই ধরনের গাড়ি নিয়ে নেমে যদি ধরা পড়েন চালকরা, তা হলে তাঁদের মোটা অঙ্কের জরিমানার কথাও বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে চালকদের। দিল্লি পরিবহণ দপ্তরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকায় এই কথাগুলিই উল্লেখ করা হয়েছে।

দূষণ ঠেকাতে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (গ্র্যাপ)-এর স্টেজ থ্রি চালু করেছে। চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে গ্র্যাপ-কে। স্টেজ ১ (খারাপ, একিউআই ২০১-৩০০), স্টেজ টু (খুব খারাপ, একিউআই ৩০১-৪০০), স্টেজ থ্রি (মারাত্মক, একিউআই ৪০১-৪৫০), স্টেজ ৪ (অত্যন্ত মারাত্মক, একিউআই ৪৫০-এর উপরে)। এই গ্র্যাপ চালু করা হয়েছে দিল্লিতেও। গত এক সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। যা গ্র্যাপ-এর নিরিখে 'অত্যন্ত মারাত্মক'।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৪৪৪ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Bhowmik S/o. Kashi Nath Bhowmik ও Swapan Kr. Bhaumik S/o. K. N. Bhaumik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Puja Jashu Poddar ও Puja Poddar W/o. Litan Poddar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Rehan Poddar.

নাম-পদবী

গত ১১/০৪/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৬ নং এফিডেভিট বলে Prokash Harijan S/o. Late Kartik Harijan ও Prokash Das S/o. Late Kartik Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯১৯ নং এফিডেভিট বলে Tanmay Malakar ও Tanmoy Malakar S/o. Akhil Malakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Dharmendra Shaw ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Janvi Shaw ও Shahista Parveen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৬১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sathi Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Debu Das S/o. Late Shambhu Das ও Debabrata Das S/o. Late Shambhu Charan Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Subodh Roy, S/O Late Haripada Roy, Add- সারদা আশ্রম,পাকুরিয়া, চালতিয়া, Ps -বহরমপুর, Dist- মুর্শিদাবাদ। Soumodip Roy আমার পুত্র উপরিউক্ত ঠিকানার নিবাসী। আমার নাম Subodh Roy সমস্ত নথিতে রয়েছে এবং স্কুল নথিতে Subadh Roy রয়েছে। আমি বহরমপুর SDEM কোর্টে ৩০.১০.২০২৩ এ করা এফিডেভিটের মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে Subodh Roy এবং Subadh Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৪ ঠা নভেম্বর , শনিবার। সপ্তমী তিথী। জন্ম কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পারার কারণে আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহত দাম্পত্য জীবনে আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর ,অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন ,অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক ,শিল্পী ,কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রী জগন্নাথ।

ধনু রাশি : আজ শনিবার। নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব ।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা ,কাকা ,জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র শং।

কুম্ভ রাশি : শনিবার । আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : আজ শনিবার । পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি হবে। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি Ainul Khan, S/o Late Kallu Khan, R/o রামকৃষ্ণ রোড রিষড়া, হুগলী, W.B. 712248 ভুলবশত আমার হেষ্টিং জুট মিলের সার্ভিসবুক সহ অন্যান্য কাগজপত্রে নাম রয়েছে Noor Md S/o Mansur Khan, গত ৩-১১-২০২৩ তারিখে 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরাম কোর্ট, হুগলী এফিডেভিট (No. 11357) করে প্রমান করেছি যে Ainul Khan বা Noor Md আর আমার বাবার নাম Late Kallu Khan বা Mansur Khan একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি সাহেবা বিবি W/O- সেখ আব্দুল ইমরাজ D/O- দীপক চন্দ্র নাথ কাজীপাড়া, তালডাঙ্গা, P.O+P.S-চিনসুরা, জেলা-হুগলি, পিন- 712101 ঘোষণা করছি যে আমি জয়শ্রী নাথ থেকে সাহেবা বিবিতে পরিবর্তিত হয়েছি। এবং আমি 08/09/23 তারিখে চিনসুরাতে 1s t ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলির একটি হলফনামা দিয়ে হিন্দু থেকে ইসলামে আমার ধর্ম পরিবর্তন করেছি।

নাম-পদবী

আমি, Md Shamsuddin, পিতা- স্বর্গীয় আব্দুল রহমান, ৬২, জোলাপাড়া মসজিদ লেন, হাওড়া-৭১১১০১ ঠিকানার বাসিন্দা। ভুলবশতঃ আমার পাসপোর্টে (নং INDG0318973) Md Shamsuddin এর পরিবর্তে Shamuddin লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত ১১-১০-২৩ তারিখ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়ার এফিডেভিট বলে Md Shamsuddin এবং Shamuddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

NOTICE

This is to notify in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st class, vide Sl. No. 14594 Dt. 25-11-22 24 PGS (North) that the following persons are the legal heirs of Late Sofiuddin Mondal (Un- Married), S/o. Late Madar Box Mondal residing at 35, Kazi Nazrul Islam Sarani, P.O & P.S.- Nimta, Kol-700049, 1) Md. Nur Box Mandal, 2) Nasiruddin Mondal, 3) Sakila Khatun, 4) Hajera Khatun.

E-Tender

Sealed Tenders are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIT NO. 07/15th FC FUND 2023-24,** Dated- **02.11.2023,** Last date of application **07.11.2023 up to 4pm.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram
Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. D.C.D.R.F.C. at Nadia Krishnagar
Case No- CC/17/21

Complaint: Rabindranath Sarkar. -Vs- Opp. Party:- General Manager K.D.S. Trust Branch office, Kotalipara Development Society of Durga Kiran Apartment Na-Para Barasat, North 24 Pargana, Kolkata-700124, West Bengal.

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ২ নং প্রতিপক্ষকে জানানো যাচ্ছে যে, উপরুক্ত দরখাস্তকারী আপনার বিরুদ্ধে নদীয়া জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে উপরুক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় আনায়ন করেছে। উক্ত বিষয়ে আগামী ধার্য্য ইংরাজী ০৪-১২-২০২৩ তারিখে আপনি স্বয়ং বা আপনার নিয়োজিত উকিলবাবু মারফত আদালতে উপস্থিত হবে, আপনার স্বপক্ষে বক্তব্য কাগজপত্র সহ দাখিল করিবেন। অন্যথায় আদালত আইন আমলে আসবে।

শ্রী দমন প্রসাদ বিশ্বাস
প্রেসিডেন্ট
ক্রেতা সুরক্ষা আদালত, নদীয়া জেলা,
১১-০৯-২০২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

রাজ্যে জিএসটি আদায়ের হার বেড়েছে ১১ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসে পণ্য পরিষেবা কর জিএসটি আদায়ের হার গত বছরের তুলনায় সাড়ে ১১ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সময়কালে রাজ্যে জিএসটি আদায়ের হার ছিল ১৮ হাজার কোটি টাকা। চলতি ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে তা বের হয়েছে ২১ হাজার কোটি টাকা। রাজ্যের অর্থ দপ্তর সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে। করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা প্রচার, তাদের কর সংক্রান্ত অভিযোগ ও সমস্যা মীমাংসার ব্যবস্থা করা, কর ফাঁকি দেওয়া এবং ভুয়ো সংস্থার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে বলে তারা মনে করছেন।

পণ্য পরিষেবা কর জিএসটির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই নীতিগতভাবে সোচ্চার তৃণমূল কংগ্রেস। সেই বাংলা থেকেই আদায় হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ জিএসটি। যা অবশ্যই সরকারের এক বড় সাফল্য। দেশে এখন ৩ ধরনের জিএসটি আদায় হয়। স্টেট, সেন্ট্রাল ও ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি। এর মধ্যে রাজ্য পায় স্টেট জিএসটির পুরো ভাগ এবং ইন্টিগ্রেটেড জিএসটিতে রাজ্যের নিজস্ব ভাগ। আন্তঃরাজ্য পণ্য বিক্রিতে যে জিএসটি আদায় হয়, সেটাই ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি। বাংলায় জিএসটি বাবদ যে টাকা আয় হয়েছে, তা স্টেট ও ইন্টিগ্রেটেড জিএসটিতে রাজ্যের পাওনা অঙ্কের যোগফল। সেন্ট্রাল বা এ রাজ্য থেকে আদায় হওয়া অন্য রাজ্যের প্রাপ্য ইন্টিগ্রেটেড জিএসটির অঙ্ক এর সঙ্গে যুক্ত নয়।

রাজ্যের অর্থদপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, রাজ্যে মোট যে জিএসটি আদায় হয়, তার অঙ্ক অনেক বেশি। কিন্তু কেন্দ্র এবং অন্যান্য রাজ্য তাদের প্রাপ্য অংশ কেটে নেওয়ার পর যা পড়ে থাকে এবং তার সঙ্গে অন্য রাজ্যের ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি থেকে প্রাপ্য আয় যোগ করে এই খাতে রাজ্যের মোট আয় নির্ধারিত হয়। মোট আদায়ের তুলনায় যা অনেকটাই কম হওয়া সত্ত্বেও এর নিরিখেই রেকর্ড সাফল্য রাজ্যের। বাংলার আর্থিক বিশেষজ্ঞরা কার্যত একমত হয়ে জানিয়েছেন, জিএসটি আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলার এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা আর্থসামাজিক প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েছে এই কোভিডকালেও এবং এই সরকারের আমলে রাজ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধি। যত বেশি লেনদেন হবে, তত বেশি জিএসটি আদায় হবে।

রাজ্যের মানুষের আয় বৃদ্ধির কারণেই খরচ বেড়েছে। আয় বেড়েছে বলেই তাঁদের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়েছে। আর তাঁরা যা কিনছেন তার ওপর জিএসটি আদায় হচ্ছে। সেই জিএসটির অংশই এখন বাংলার কোষাগার ভরিয়ে তুলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোভিডের সময় থেকেই জোর দিয়েছে চাহিদানির্ভর অর্থনীতিতে। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প হোক বা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প; মানুষের হাতে নগদ টাকার জোগান বেড়েছে। রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের বহরও বেড়েছে। রাজ্যের অর্থদপ্তর যেভাবে জিএসটি আদায়ের লক্ষ্যে সক্রিয় হয়েছে, সুফল মিলেছে তাতেও।

লোকসভা ভোটের আগে দুই আর্থিক করিডর নির্মাণ শুরুতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যে দুই নতুন আর্থিক করিডর নির্মাণের কাজ শুরু করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ডানকুনি, বেনারস এবং খ ড়গপুর- মোড়গ্রাম করিডর নির্মাণের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী শুক্রবার নবান্নে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। বৈঠকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই নতুন দুই জাতীয় সড়কের জন্য জমি অধিগ্রহণ কাজ শেষ করার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারনের জন্য ৯০ শতাংশ সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। যে জেলাগুলিতে এখনো পর্যন্ত সমীক্ষার কাজ শেষ হয়নি তাদের নভেম্বর মাসের মধ্যেই সমীক্ষার কাজ শেষ করতে মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিনের বৈঠকে একাধিক জেলার জেলাশাসকরা উপস্থিত ছিলেন। এই দুই নতুন সড়কের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য সড়কের পরিস্থিতিও বৈঠকে খতিয়ে দেখা হয়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের কাজও দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। রাজ্যে চারটি অর্থনৈতিক করিডর নির্মানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই কাজে। চারটির মধ্যে তিনটি শিল্প করিডরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে চায় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে ওই তিন শিল্প করিডর গড়ার জন্য পরিকল্পনার বিষয়টি অনেকটাই এগিয়েছে। এই কাজের জন্য পৃথক নীতিও প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই তিনটি শিল্প করিডর হল, র ঘু না থ পু র - তা জ পু র , ডানকুনি-কল্যাণী এবং ডানকুনি-খ ড়গপুর। এই করিডরগুলি তৈরি করে শিল্পপতিদের হাতে প্রয়োজনমাফিক জমি তুলে দেওয়ার বিষয়টিও অনেকটাই এগিয়েছে বলে শিল্প দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সরকার এই করিডরগুলির দু'ধারে শিল্প স্থাপন করারও পরিকল্পনা নিয়েছে। এর জন্য নবান্নের তরফে প্রায় আট হাজার একর জমি চিহ্নিত হয়েছ। এই করিডরকে সামনে রেখে রাজ্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই তিন করিডর সম্পূর্ণ হলে যে শিল্প গড়ে উঠবে, তাতে প্রায় দু'লক্ষ কর্মসংস্থান হতে পারে। একইসঙ্গে এই করিডরগুলি রাজ্যের যোগাযোগ মাধ্যম কেউ আমূল পরিবর্তন করে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাশাপাশি সড়কপথে বাংলাদেশ সিকিম তথা পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জন্যও একটি আলাদা শিল্প করিডরের ভাবনা রয়েছে রাজ্যের। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পানাগর থেকে কোচবিহার পর্যন্ত একটি করিডোর তৈরি করতে চায়। যে শিল্প করিডর উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাকে সংযুক্ত করবে। এবং উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটা নতুন ক্ষেত্র খুলে দেবে।

নান্নের বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের সচিব এডিবির প্রতিনিধিরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ফিকি এবং দেশে প্রথম সারির তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ডেলয়েটের প্রতিনিধিরা। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন বণিকসভার সদস্যরা। বাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে শিল্প স্থাপন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আনার এই শিল্প করিডর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আগেই জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। স্পেন সফরে গিয়ে বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী এই শিল্প করিডর গুলি তৈরির কথা জানিয়েছিলেন। তারপরেই শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং দেশ-বিদেশের বেশ কয়েকটি প্রথম সারির শিল্প সংস্থার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতা হবে না, হাওড়ায় বললেন সীতারাম ইয়েচুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: 'রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে কোনো আসন সমঝোতা হবে না।' লোকসভা ভোটের আগে শুক্রবার হাওড়ার সিপিএমের জেলা পার্টি অফিসে একটি দলীয় সভাতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।

দেশের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি বিরোধী ২৬ টি দলের ইন্ডিয়া জোট। যদিও তারপর থেকেই তৃণমূলকে জোটের সঙ্গী করা নিয়ে বাম, কংগ্রেসের নিচু তলার কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। কারণ, বঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএম বা কংগ্রেস কারও সম্পর্কই ভালো নয়। ফলে এই জোটের ক্ষেত্রে বঙ্গে লড়াই কীভাবে হবে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এনিয়ে শুরু থেকেই একটা বিভ্রান্তি ছিল।

সেই বিভ্রান্তি এখনও দলের উচ্চ স্তরেও রয়েছে সেটাই আরেকবার স্পষ্ট হল সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির বক্তব্যে। শুক্রবার হাওড়ার সিপিএমের জেলা পার্টি অফিসে একটি দলীয় সভাতে এসে সেই অবস্থান নিয়েই মন্তব্য করেন ইয়েচুরি। তিনি বলেন, 'রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে কোনো আসন সমঝোতা হবে না। যদিও কেরলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিধসনসভাতে আমরা দু'বার জিতেছি, কংগ্রেস ফের লোকসভাতে ২০ টি সিটের মধ্যে ১৯ টি সিটে আমাদের হারিয়েছে। তাও আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আছি। লোকসভা নির্বাচন আসতে এখনও সময় আছে, আর এর মধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হবে।'

এছাড়াও ইয়েচুরি দাবি করেন, ' দেশের সার্বভৌমত্ব ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর স্বকীয়তা বজায় রাখতে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। তাই আমরা এই কাজে যারা তৈরি আছে তাদেরকে এই জোটে আহ্বান করেছি। এটাই হবে প্রথম কাজ। রাজ্যেও বিজেপির বিরুদ্ধে যারা লড়াই করবে তাদেরকে স্বাগত। পরে কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে।'

ইয়েচুরি আরও দাবি করেন, 'আইএসএফ নেতৃত্বের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে আসন সমঝোতা নিয়ে। বিজেপি অনেকদিন ধরেই দিল্লিতে দোস্তি, কেরলে কুস্তি নিয়ে প্রচার করছে । এটা নিয়ে জনতা জবাব দেবে। তৃণমূল একটা অসৎ ও অগণতান্ত্রিক দল। এরা বিজেপির স্থান কোনোদিন নিতে পারবে না। তাই তারা যদি জোটে এসে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। যদিও রাজ্যের ক্ষেত্রে বিজেপির স্থান একমাত্র বাম-সহ আমাদের জোট নিতে পারবে।'

ফসলের গোড়া পোড়ানো প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বজবজ: বজবজ ১ নম্বর ব্লকে, কৃষি দপ্তরের উদ্যাগে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো প্রতিরোধী দিবস আজ পালিত হল। বজবজ ১ নম্বর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন। এছাড়াও এতে অংশ নেন বজবজ ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাই লাল দাস, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (পার্সোনাল) শ্রী দীপশংকর লায়েক, ব্লক টেকনলজি ম্যানেজার সুরজিৎ মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনলজি ম্যানেজার রাজু নায়েক এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীরা। ফসলের গোড়া পোড়ানোতে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি যে জমির উর্বরতা কমে যায় তা বোঝানো হয়। এজন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরেরও আয়োজন হয়েছিল যেখান ৪০ জন কৃষক অংশ নেন।

আধিকারিকরা স্লাইড প্রেজেন্টেশন-এর মাধ্যমে ন্যাড়া পোড়ানোর বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক এবং বিকল্প ব্যবস্থা প্রণালী তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত কৃষকদের এই বিষয়ে দপ্তর প্রকাশিত লিফলেট দেওয়ার পাশাপাশি এই দিন ট্যাবলো প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়।

কলকাতা মেট্রোর 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক' পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো রেলের তরফ থেকে ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক' পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক' পালনের অঙ্গ হিসেবে হাওড়ার রিভিয়েরায় মেট্রো রেল এবং পূর্ব রেলের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বেদিতানন্দ মহারাজ ও মেট্রো রেলের পিএফএ অম্বিকা জৈন প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন।

সেমিনারের অন্যতম প্রধান বক্তা বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বেদাতিতানন্দ মহারাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দেন। এরই পাশাপাশি এদিনের এই অনুষ্ঠানে আইআইএম-কলকাতার বিজনেস এথিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন গ্রুপের অধ্যাপক ড. নিশিগন্ধা ভূঁইয়া স্ব-সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে এই অনুষ্ঠান থেকেই কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক তানভীর আরশাদ ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে ছোটবেলা থেকেই দুর্নীতির দুষ্টচক্র আমাদের জীবনে প্রবেশ করে এবং কীভাবে আমরা দুর্নীতির ফাঁদে পড়ে যাই। এই দুষ্টচক্র থেকে মুক্তির উপায় নিয়েও কথা বলেন তিনি।

'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ' পালন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দক্ষিণ ২৪ পরগনা সার্কেল অফিসের তরফে ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ' পালন করা হল। বিভিন্ন শাখায় গ্রাহকদের সম্যার সমাধানে ৩১ অক্টোবর বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন কর্মসূচি, সেমিনার হয়। স্বচ্ছতা বজায় রেখে দক্ষতার সঙ্গে কাজ পরিচালনার অঙ্গীকার করেন ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মীরা। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সার্কেল অফিস পদমপুকুর

মোর থেকে সার্কেল অফিস দক্ষিণ ২৪ পরগনা পর্যন্ত 'ওয়াকথন'-এর আয়োজন করে। সেখানে ছিলেন সার্কেল হেড অভয় কুমার সিনহা ও অন্যান্যরা। ইতিমধ্যেই সার্কেল অফিসে সতর্কতা সংক্রান্ত বিষয়ে কুইজ হয়েছে। শনিবার বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিশ্বকাপ ম্যাচের টিকিট খুঁজতে 'ব্যোমকেশ বক্সী' কে ডাকতে হবে: মনোজ তিওয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ইডেনে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের টিকিট নিয়ে অবাক করা মন্তব্য রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। সিএবির নাম না করে খোঁচা দিয়ে মন্ত্রী বলেন ' টকিট কোথায় সেটা ব্যোমকেশ বক্সী জানেন'। হাই প্রোফাইল ওই ম্যাচের টিকিটের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও সিএবির সদস্যরাও টিকিট পাচ্ছেন না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে এতগুলো টিকিট তাহলে কোথায় গেল! আর এই প্রসঙ্গে রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারিকে প্রশ্ন করা হলে উনি স্পষ্টই বলেন, 'এর উত্তর পেতে এবার ব্যোমকেশ বক্সীকে ডাকতে হবে। ইডেনের ম্যাচের টিকিট কোথায় গেল সেই ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। সিএবি একটি স্বশাসিত সংস্থা। এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্যে ক্রিকেট বোর্ডের সদস্য বিজেপি নেতারা। যদিও এই রাজ্যে সেটা নেই। যদিও এর দায় সিএবির, সিএবি সভাপতি বলতে পারবেন টিকিট কোথায় গেল। আমি তাকে অনুরোধ করছি যাতে এ ব্যাপারে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেন।'

বিশ্বকাপের টিকিট চড়া দামে ব্ল্যাক হওয়ার উত্তর সিএবি দেবে, বলেই দাবি করেন মনোজ। এছাড়াও সিএবির স্থায়ী সদস্যরা টিকিট না পেলে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'যদি কেউ মনে করে তিনি বঞ্চনার শিকার হয়েছেন, তাহলে অবশ্যই সে প্রতিবাদ করবে। আমি যখন খেলতে নেমে বঞ্চিত হয়েছি আমি আমার ব্যাটের রান দিয়ে তার প্রতিবাদ জানিয়েছি। যদিও আমি একপক্ষের বক্তব্য শুনে মন্তব্য করব না। তারা আন্দোলনে নামুক, সবটা জেনে তারপরে আমি কাদের পাশে থাকবো আর কার পাশে থাকবো না সেটা ঠিক করবো। যদিও বিশ্বকাপ খেলার বিষয়ে আমি নিশ্চিত এবার ভারতই জিতবে। যদিও ষষ্ঠ বোলার হিসাবে হার্দিক পান্ডিয়াকে দলে নিয়ে আসা হলে আরও ভালো হবে।'

পাশপাশি কালীপুজা ও ভাইফোঁটার পর কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস ফের রাস্তায় নামবে বলেই জানান প্রতিমন্ত্রী।

হালিশহর-ভাটপাড়ায় বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শুক্রবার বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল করল বিজেপি। হালিশহর জেটিয়া পাঁচমাথা মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত গিয়ে মিছিল শেষ হয়। মিছিলে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপক মিত্র, নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক বিনোদ গোন্ড প্রমুখ। মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামীদিনের সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক সেন্ট্রাল কিংবা প্রেসিডন্সি জেলে হবে। এটাও বাংলার মানুষ দেখতে পারবেন। মনোজ বাবুর দাবি, দুর্নীতির দায়ে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের পুরপ্রধান ও পঞ্চায়েত প্রধানরাও জেলে যাবেন। একই ইস্যুতে এদিন ভাটপাড়ায় মিছিল করে বিজেপি। সবুজ সংঘ মাঠের কাছ থেকে মিছিল শুরু হয়ে মিছিল থানার কাছে গিয়ে শেষ হয়। উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী, ভাটপাড়া মন্ডল-১ ও ২ সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও গোপাল সাউ, ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক প্রদ্যুৎ ঘোষ প্রমুখ। রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন,'চাকরি চুরি কিংবা চাল চুরি ছাড়াও অন্যান্য দুর্নীতিতে যুক্তরা ছাড় পাবেন না। আগামীদিনে রাঘব-বোয়ালরাও ধরা পড়বে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ নভেম্বর ১৭ কার্তিক, ১৪৩০, শনিবার

জঙ্গিদমনে কলকাতা পুলিশকে বিশেষ স্বীকৃতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জঙ্গিদমন অভিযানের সাফল্যে কলকাতা পুলিশকে বিশেষ স্বীকৃতি দিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের 'স্পেশাল অপারেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৩' পাচ্ছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর ১০ জন অফিসার। কলকাতা পুলিশ ছাড়াও এবার সিআরপিএফ, এনআইএ, এনসিবি ও অন্যান্য রাজ্যের পুলিশের সদস্যদেরও এই বিশেষ পুরস্কারের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন অভিযানে ঝুঁকি নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের গ্রেপ্তার করার জন্যই মিলছে এই স্বীকৃতি।

লালবাজার সূত্রে খবর, এই পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় রয়েছেন যুগ্ম কমিশনার ভি সলেমন নিশাকুমার, ডি সি হরেকৃষ্ণ পাই, ইন্সপেক্টর সৌমিত্র বসু, শ্রীপ্রসন্ন দিকপতি, সার্জেন্ট অম্বুজ সিংহ, সাব ইন্সপেক্টর সুকান্ত দাস, দেবাশিস রাউথ, কনস্টেবল আধুল মাজিজ শেখ, হেমন্ত মাইতি ও সৌম্যজিত দাস।

সাম্প্রতিককালে আনসারুল্লা বাংলা টিম বা এবিটি ও আল কায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট অর্থাৎ একিউআইএস -এর মতো জঙ্গি সংগঠন রাজ্যে জাল বিস্তার করছে বলে খবর পেয়ে লাগাতার অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ২০২২ সালে পরপর তিন বার অভিযান চালিয়ে একাধিক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। সেই কারণেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুর দিকেই দুই সন্দেহভাজন আইএস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল এসটিএফ। খিদিরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল হাওড়ার বাসিন্দা দুই যুবককে। তাঁদের সূত্র ধরে মধ্যপ্রদেশে গিয়ে আর এক জঙ্গি সন্দেহভাজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে গত বছরের অগাস্ট মাসে এই এসটিএফ-ই উত্তর ২৪ পরগনা থেকে দুই জঙ্গি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। আল কায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট-এর সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগ পেয়েছিল কলকাতা পুলিশ।

২ টাকা দিতে গিয়ে প্রতারণার ফাঁদে, ৯৮ হাজার টাকা খোওয়ালেন অভিনেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একটা ক্লিকেই গায়েব ৯৮ হাজার টাকা। অনলাইনে একটি সংস্থায় শপিং করতে গিয়ে টাকা খোওয়ানোর অভিযোগ তুললেন অভিনেত্রী পামেলা ভট্টাচার্য।

যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পামেলা। তিনি জানিয়েছেন, একটি সংস্থার থেকে অনলাইনে কিছু জিনিস কিনেছিলেন তিনি। একটি জিনিস পছন্দ না হওয়ায় সেটি ফেরত দেওয়ার আবেদন করেন। টাকা রিফান্ড করতে বলেন। কিন্তু সেই সংস্থা রাজি হচ্ছিল না।

গুগল সার্চ করে ওই সংস্থার কনজিউমার ফোরামে অভিযোগ জানাতে যান অভিনেত্রী। তিনি বলেছেন, সেখানে একটি লিঙ্কে ক্লিক করে ২ টাকা দিতে বলা হয় তাঁকে। নিজের কার্ডে সেই পেমেন্ট করার পরেই বুঝতে পারেন তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। পামেলার অভিযোগ, অনলাইনে পেমেন্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যায় ৯৮ হাজার টাকা। সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেত্রী। ওই সংস্থা আদৌ সত্যি নাকি ভুয়ো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কনজিউমার ফোরামের ভুয়ো লিঙ্ক দিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাইবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনলাইনে কোনও লিংক পাঠিয়ে ক্লিক করতে বলা হলে তা কখনই করবেন না। এমনকী কনজিউমার ফোরামের নামেও প্রতারণার অভিযোগ এর আগে ভূরি ভূরি এসেছে।

অনেক সময় কোনও সংস্থার কনজিউমার ফোরামের কিছু সূত্রও হ্যাকাররা হ্যাক করে ফেলছে।

অনলাইনে প্রতারণার নানা জাল পাতছে প্রতারকরা। তার মধ্যে একটি হল ভুয়ো লিঙ্ক।

সাধারণত হ্যাকাররা এই ধরনের লিঙ্কের মাধ্যমে কোনও অ্যাপ বা ম্যালওয়ার ইনস্টল করে দেয় আপনার ফোনে। আর তার মাধ্যমেই আপনার জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডিটেল সবই চলে যাবে হ্যাকারদের জিম্মায়। এভাবেই এ শহরে বহুবার প্রতারণার শিকার হয়েছে অনেকে

রেশন দুর্নীতি নিয়ে শওকতকে আক্রমণ নওশাদের, জবাব দিলেন শওকত-ও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হওয়ার পর নতুন করে ফের আলোড়ন শুরু হয়েছে বঙ্গ রাজ্য রাজনীতিতে। বিরোধী শিবিরও বিষয়টিকে হাতিয়ার করেছে। বৃহস্পতিবার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি আবার আঙুল তুলেছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার দিকেও। রেশন দুর্নীতিতে আইএসএফ বিধায়কের সন্দেহের তালিকায় শুধু ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাই নন রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। পাল্টা অবশ্য শওকতের দাবি, কিছু প্রমাণ করতে পারলে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নেবেন তিনি।

শুক্রবার ফের এ নিয়ে সরব হয়েছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত। তিনি বলেন, 'নওশাদ বর্তমানে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি কি খাদ্যমন্ত্রী ছিলাম নাকি খাদ্য দপ্তরে চাকরি করতাম? খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে আমার কী যোগ? উনি যা বলছেন, হিম্মত থাকলে তা প্রমাণ করুন। এতটুকু প্রমাণ করতে পারলে, নাকখত দিয়ে রাজনীতি ছেড়ে চলে যাব। নাহলে, উনি নাকে খত দিয়ে বাংলার মানুষের থেকে ক্ষমা চান। উনি আসলে বর্তমানে একজন অস্তিত্ববিহীন নেতা।'

আগামী ৫ নভেম্বর ভাঙড়ের দুই জায়গায় বিজয়া সম্মিলনী রয়েছে তৃণমূলের। সেখানে নওশাদকেও আমন্ত্রণ জানান শওকত। বলেন, 'ওনারই বিধানসভা এলাকার মধ্যে দু'টি বিজয়া সম্মিলনী হবে। নওশাদ সাহেব ওখানে এলে আমি খুব খুশি হব। উনি এসে, ওনার বক্তব্য বলুন। আমি নিশ্চিতভাবে খুব আনন্দিত হব।' তবে আইএসএফ বিধায়কের সৎ সাহস নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিতেও দেখা যায় তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাকে।

প্রয়াত নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়কের মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে আসেন অর্থনীতিবিদ ছেলে। এর কিছু পরই এই দুঃসংবাদ পান তিনি। শুক্রবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রী ত লেখেন, 'নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা অধ্যাপক নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকস্তব্ধ। গতকাল তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকসে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেসের প্রাক্তন অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতিবিদ দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। আমি তাঁর সুপরিচিত ছিলাম। আমাদের অনেক স্মৃতি রয়েছে। তাঁর মৃত্যু বিরাট ক্ষতি। আমি সমবেদনা জানাই অভিজিৎ, অনিরুদ্ধ-সহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের।'

প্রসঙ্গত, নোবেল পুরস্কারজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলাদেবীর বয়স ৮৭ বছর। কয়েকদিন ধরে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তিও ছিলেন। তাঁকে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার হাসপাতালেও যান। এরপর শুক্রবার বেলা ১২টা ৩৫ মিনিট নাগাদ চিকিৎসকরা জানান মৃত্যু হয়েছে নির্মলা দেবীর।

পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধিতে লাগাম টানতে বাজারে এবার টাস্কফোর্স থেকে ইবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পেঁয়াজের ঝাঁঝে নয়, দামে আম জনতার নাকের জলে, চোখের জলে অবস্থা। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই পেঁয়াজের দামের ঝাঁঝে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। কলকাতা-সহ বিভিন্ন বাজারে পেঁয়াজের দাম পৌঁছেছে ১০০ টাকায়। পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে শুক্রবার কাঁকুড়গাছি ভিআইপি মার্কেটে হানা দিল টাস্কফোর্স ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের প্রতিনিধি দল। বাজার ঘুরে পরিস্থিতি বুঝতে এদিন বাজার ঘুরে দেখেন তাঁরা। এরই পাশাপাশি বিক্রেতাদের সঙ্গে পেঁয়াজের দাম নিয়েও কথা বলেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা।

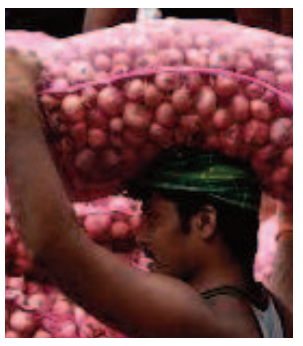

টাস্কফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে হুঁশিয়ারি দেন, 'বেআইনিভাবে বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করলে শাস্তি হবে।' আর এই শাস্তি সম্পর্কে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা জানান, আইন মেনে ধরে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। বাতিল হতে পারে লাইসেন্সও।

এদিকে সূত্রে খবর, পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পেঁয়াজের মালা গলায় পরে শুক্রবার পথে নামেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে এদিন চুঁচুড়া ঘড়িরমোড় থেকে খরুয়াবাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়। বিধায়ক অসিত বলেন, 'পেঁয়াজের দাম ৮০। তেলের দাম, গ্যাসের দাম চড়া। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এভাবে বাড়লে মানুষ চলবে কী করে?'

এদিকে পেঁয়াজের এই দাম বৃদ্ধিতে বিজেপি নিশানা করেছে শাসকদলকে। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদারের অভিযোগ, জমি জায়গা সব তো এখানে সিন্ডিকেটের হাতে। ফলে চাষবাস যে হচ্ছে না। বলেন, 'শাসকদলের লোকেরা একের পর এক দুর্নীতিতে ধরা পড়ছে। আর সেসব থেকে নজর ফেরাতে গলায় পেঁয়াজ ঝুলিয়ে ঘুরছে।'

নিউটাউন এলাকা থেকে কচ্ছপ বিক্রির পাণ্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেআইনিভাবে কচ্ছপ বিক্রির অভিযোগ সামনে আসছিল বহুদিন থেকেই। আর তারই তদন্তে নেমে কচ্ছপ বিক্রির চক্রের পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নিউটাউন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেলের আধিকারিকরা। উদ্ধার ১১ কেজি ওজনের দু'টি কচ্ছপ।

ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেলের আধিকারিকদের কাছে ছিল, এক ব্যক্তি বাইকে করে রাজারহাট, নিউটাউন সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে কচ্ছপ বিক্রি করছে। সেই খবরের সূত্র ধরেই ক্রেতা সেজে আধিকারিকরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিউটাউন এলাকায় ওই ব্যক্তি কচ্ছপ বিক্রি করার সময়ই তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১১ কেজি ওজনের দু'টি কচ্ছপ। এর পরেই অভিযুক্ত ওই কচ্ছপ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই প্রসঙ্গে ক্রাইম কন্ট্রোল সেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এর পিছনে একটি বড় চক্র কাজ করছে। কচ্ছপগুলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়, কোথায় মজুত করে রাখা হয়, নেপথ্যে আর কে কে জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সংক্রান্ত খোঁজখবর পাওয়া যাবে বলেই আশাবাদী তদন্তকারীরা।

সোদপুর গুলি কাণ্ডে ধৃত আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দশমীর রাতে খড়দা থানার সোদপুর রাসমণি মোড় সংলগ্ন নন্দনকানন এলাকায় শুভজিৎ ঠাকুর ওরফে বাচ্চাকে গুলি করার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আগেই তিন জন ধরা পড়েছিল। তাদের জেরা করে বৃহস্পতিবার রাতে খড়দা থানার পুলিশ রানাঘাট থেকে অস্ত্র-সহ বরুণ দাশকে গ্রেপ্তার করে।

দশমীর রাতে বাচ্চু নামে এক যুবককে গুলি করে চম্পট দিয়েছিল তিন দুষ্কৃতী। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্ত নেমে খড়দা থানায় পুলিশ বিশ্বজিৎ বারুই ওরফে পাগলা, শম্ভু সরদার ও বিজয় সিং এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে তাদের অস্ত্রের জোগান দিয়েছিল নদিয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা বরুণ দাস। বৃহস্পতিবার রাতে তাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোদপুর গুলিকাণ্ডের পিছনে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, ধৃত বরুণ দাসকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ তা খতিয়ে দেখবে।

রেশন তোলায় আধারের বায়োমেট্রিক যাচাই নিয়ে নয়া সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি নিয়ে উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি। এদিকে এমনই এক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ স্বচ্ছভাবে রেশন পান সেই কারণে আধার বায়োমেট্রিক যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। এই মর্মে জারিও করা হয়েছে এক বিজ্ঞপ্তি। যেখানে বলা হয়েছে, যে গ্রাহকদের কাছে আধার নম্বর আছে, তাঁদের জন্য এই বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে যাচাই অত্যাবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে। আর এই জন্য প্রতিটি রেশন দোকানগুলিকে দেওয়া হচ্ছে আইরিস স্ক্যানার। এই প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, রাজ্যের ৯৯ শতাংশের বেশি গ্রাহককের ক্ষেত্রে রেশন দেওয়ার আগে আধার যাচাই করে দেখা হয়। শুধু তাই নয়, এই জন্য কেন্দ্র রাজ্য খাদ্য দপ্তরের প্রশংসা করেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এই পদ্ধতিতে বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহকের আঙুলের ছাপ যাচাই করা হবে। আর তা যদি কোনও কারণে না নেয় সেক্ষেত্রে ওটিপি যাবে ফোনে। এরপরই মিলবে জিনিসপত্র। জানানো হয়েছে, বর্তমানে রাজ্যে রেশনের উপভোক্তা আট কোটি ৮৪ লাখ। তাঁদের মধ্যে আধার যুক্ত রয়েছে ৮ কোটি ৬৩ লাখের। উল্লেখ্য, আইরিস স্ক্যানার ব্যবহারের মাধ্যমে যাচাই পদ্ধতি প্রসঙ্গও উল্লেখিত করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের আঙুলের ছাপ নেওয়া হবে ই-পস যন্ত্রের মাধ্যমে। যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয় সেক্ষেত্রে চোখের মণি যাচাই করা হবে।

পাশাপাশি খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, রেশন দোকানে ই-ওয়েট মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর মাসেই রাজ্যের প্রায় ২০ হাজার দোকানে এই মেশন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হতে চলেছে বলে জানান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই প্রায় ১২ হাজার দোকানে তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কারণ, রেশন দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসার পরেই এবার খাদ্য শস্যের পরিমাপ নিয়েও শুরু হয়েছে চর্চা। আর তাতে স্বচ্ছতা আনতে এবার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্যের তরফ থেকে। কারণ, রেশন দুর্নীতি মামলায় বাকিবুর রহমান এবং রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারির পরই ইডি আধিকারিকদের একাংশের ধারণা, এর সঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের যোগাযোগ থাকতে পারে।

শবসাধনা থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে নানা কাহিনি জড়িয়ে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কলকাতায় যে ক'টি কালীতীর্থ রয়েছে তার মধ্যে বিখ্যাত ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী। ঠনঠনিয়ার এই কালী মূর্তির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক ইতিহাস। আর এই কালী আরাধনাকে ঘিরেই এলাকার নাম হয়েছিল ঠনঠনিয়া।

বহুকাল আগের সুতানটি-গোবিন্দপুর এর বেশিরভাগ অঞ্চলই তখন জল-জঙ্গলে ভর্তি। সেই সময় একদিন আচমকাই নির্জনে বনের ভিতর শক্তি-সাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে এসে হাজির হন এক ভবঘুরে তন্ত্রসাধক। এই শাক্ত ব্রহ্মচারীর নাম ছিল উদয়নারায়ণ। ঘন জঙ্গলের ভিতর নিজের হাতে মাটির তৈরি সিদ্ধেশ্বরী কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনা শুরু করেন তিনি। এই ঘটনা আনুমানিক ১৭০৩ সালের। এই সময় এই অঞ্চলে ছিল না সে অর্থে ছিল না কোনও লোকবসতিও। জঙ্গল অধ্যুষিত সুতানুটি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভাগীরথী। এক অখণ্ড নির্জনতার মধ্যেমাঝেমধ্যেই জঙ্গলের মধ্য থেকে শোনা যেত কালী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। ঠনঠন-ঠনঠন। এরপর লোকমুখে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের নাম ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। জাগ্রত এই কালী মন্দির ভক্তদের কাছে আজও 'ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি' নামেই খ্যাত।

এরপর ১৮০৩ সালে শঙ্কর ঘোষ নামে এক ব্যবসায়ী মায়ের মন্দির গড়ে দেন। অধিষ্ঠাতা ভৈরব পুষ্পেশ্বর শিবের জন্য গড়ে দেন আটচালা। রাধারমণ মিত্র অবশ্য ম্যাককাচন সাহেবকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, ঠনঠনিয়ার এই কালীমন্দির ১৮০৩ সালে তৈরি হয়। কিন্তু বর্তমান মন্দিরের গায়ে এক পাথরে ১১১০ সাল লেখা আছে। অর্থাৎ, এই পাথরের প্রমাণে কালীমন্দির তৈরি হয়েছিল ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে নয়'। শঙ্কর ঘোষের বংশধরেরাই এখনও এই মন্দিরের সেবায়েত। প্রতি বছর কার্তিক অমাবস্যায় মহা সমারোহে পূজিতা হন মা সিদ্ধেশ্বরী। জনশ্রুতি বলে, একসময় মায়ের বিশেষ পুজো উপলক্ষে শ্মশান থেকে মড়া নিয়ে আসা হত। বামাচারী মতে চলত শবসাধনা। শঙ্কর ঘোষের বংশধররাই এখনও এই মন্দিরের সেবায়েত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, এই মন্দিরের দেবীমূর্তি ধাতুর নয়, এমনকী পাথরেরও নয়। ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তি তৈরি মাটি দিয়ে। প্রতি বছর নতুন করে

তৈরি হয় সেই বিগ্রহ। দেবীর গায়েও সোনার বদলে রূপোর গয়নাই বেশি চোখে পড়ে। মা সিদ্ধেশ্বরী চতুর্ভুজা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। দেবীর বামদিকের দুটি হাতে শোভা পায় খড়্গ আর নরকপাল, ডান হাতে অভয় আর বরদা মুদ্রা।

দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী কালী মন্দিরের মতো উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়ায় মা সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হওয়ার পরেও বারবার দর্শন করতে এসেছেন ঠনঠনিয়া কালীকে। ঠাকুর যখন প্রথম জীবনে ঝামাপুকুরে বাস করতেন, তখন মাঝেমধ্যেই এই মন্দিরে এসে মাকে গান শোনাতেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে থিতু হলেও সময়বিশেষে এই মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে যেতেন মাকে। এই দেবী গান শুনেছেন সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের গলাতেও। তিনিও দর্শন করতে আসতেন সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাকে।

কথিত আছে, শিষ্য কেশবচন্দ্র সেন একবার ঘোরতর অসুখে পড়লে তাঁর আরোগ্য কামনায় মা সিদ্ধেশ্বরীকে চিনি আর ডাব দিয়ে পুজো দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। এরপরই সুস্থ হয়ে ওঠেন কেশবচন্দ্র। সেই বিশ্বাসে আজও দেবীকে ডাব-চিনির ভোগ নিবেদন করেন ভক্তেরা। ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে ৩৬৫ দিনই আমিষ ভোগের রীতি। তবে ফলহারিণী পুজোর দিন আর দীপান্বিতা অমাবস্যায় নিরামিষ ভোগই দেওয়া হয় মাকে। এছাড়াও মাঘ মাসে রটন্তী কালীপুজো ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। আর কার্তিক অমাবস্যায় মনস্কামনা পূরণে মহা সমারোহে পূজিত হন সিদ্ধেশ্বরী।

বেহালায় নতুন পতঙ্গের সন্ধান, নামকরণ কলকাতার নামেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একদিকে যেমন নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে অনেক চেনা-জানা পতঙ্গ, পাখি। তেমন আবার নতুন প্রজাতিরও খোঁজ মিলছে।সম্প্রতি বেহালায় খোঁজ মিলেছে ফাইটোফ্যাগাস বিটল জাতীয় পতঙ্গটির। জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জেডএসআই) কলকাতা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগ এবং জার্মানির লাইবনিজ ইনস্টিটিউট যৌথভাবে গবেষণা চালিয়ে এই পতঙ্গটির অভিনবত্বের প্রমাণ পায়। তাঁদের দাবি, বিটল জাতীয় পতঙ্গটির হদিশ দেশের অন্যত্র এখনও মেলেনি। তাই তিলোত্তমার নামেই 'মালাদেরা কলকাতাইনিস' নামকরণ করা হয়েছে।

জেডএসআইয়ের অধিকর্তা অধ্যাপক ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, নতুন প্রজাতিরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। 'মালাদেরা কলকাতাইনিস' তার জ্বলন্ত উদাহরণ। জানা গিয়েছে, সারা বিশ্বে এই ফাইটোফ্যাগাস জাতীয় পতঙ্গের ৪৫০০ প্রজাতি আছে। ভারতে এখনও পর্যন্ত ৬৮২টি প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। এর বেশিরভাগই হিমালয় ও দেশের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে। তবে কলকাতার বুকে এই ধরনের পতঙ্গের খোঁজ এই প্রথম।

জানা গিয়েছে, আট বা নয়ের দশক থেকে জেডএসআইয়ের গবেষণাগারের 'ন্যাশনাল জুলজিকাল কালেকশন'-এ বিরল প্রজাতির এই পতঙ্গটি সংরক্ষিত ছিল। সম্প্রতি দেবিকা ভুঁইয়া, দেবাংশু গুপ্তা, শুভঙ্করকুমার সরকার ও ডার্ক আহরেন্স বিটলটি নিয়ে কাজ করছিলেন। নতুন প্রজাতির কোনও পতঙ্গের খোঁজ মিললে স্থানীয় অবস্থান অনুসারেই নামকরণ করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এটি কলকাতা ছাড়া সেই অর্থে এখনও দেখা মেলেনি। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে কলকাতার নামেই।

মূলত কৃষিকাজে সাহায্য করে থাকে এই ধরনের পতঙ্গ। তবে নয়া প্রজাতির এই পতঙ্গটি কৃষি কাজে উপকারী ভূমিকা নেবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

EKDIN 04.11.2023 PAGE 4_Layout 1 11/3/2023 2:45 AM Page 1

সম্পাদকীয়

মণিপুর: আর্তনাদ ও হুঙ্কার কিছুতেই টলছে না কেন্দ্র

মহারাষ্ট্রের আড়াইশো সরকারি বাস ডিপোর ভিতরে তিরিশটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে কিছু এলাকায়। বিশেষভাবে বিদ এবং ছত্রপতি সম্ভাজি জেলাসহ গোটা মহারাষ্ট্র আজ উত্তপ্ত এই কারণে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হিংসায় জড়িতদের চিহ্নিত করে ধরপাকড় চালাচ্ছে প্রশাসন। বিদ জেলার পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যে জেলা প্রশাসন সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে চারজনের বেশি মানুষের একত্র সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, এমনকী সেখানে ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দিতে হয়েছে।অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াবার বার্তাসহ ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের দুই বিধায়ক এবং এক সাংসদ। এই ঘটনার পিছনে উদ্ধব থ্যাকারের মতো বিরোধী নেতৃত্বের ইন্ধনকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। কিন্তু সেটা এই ঘোরতর বাস্তবের অতিসরলীকরণ মাত্র। আসলে গোটা রাজ্যেই ভেঙে পড়েছে আইনের শাসন। ক্ষমতার বেলাগাম খেয়োখেয়ির সৌজন্যে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা একেবারে মাৎস্যন্যায়-যুগ-সুলভ! লোকসভার নির্বাচন কড়া নাড়ছে। জল মাপার এই মওকা ছাড়বে কে? অতএব, এমন আন্দোলনের ভালোমন্দ বিচার আজ শিকেয়। ভোটের সওদায় ধনাঢ্য হতে চায় সকলেই। কৃষক আন্দোলন সামাল দিতে এই সরকার একইরকম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সাম্প্রতিক অতীতে। এবার সংরক্ষণ ইস্যুতেও চূড়ান্ত ল্যাজেগোবরে তারা। মহারাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করা হয়েছিল অনৈতিকভাবে। স্বভাবতই কুর্সি টলমল করছে প্রথম দিন থেকেই। এই রাজত্বের 'মালিক' আবার একাধিক। প্রত্যেকের লক্ষ্য সর্বোচ্চ আসনটি। তাই কোলাকুলি চলছে বটে, তবে তা সর্বক্ষণই সেয়ানে সেয়ানে। এজন্য ক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় তিন কর্তার (শিবসেনা সিন্ধে গোষ্ঠীর একজন মুখ্যমন্ত্রী এবং দু'জন উপমুখ্যমন্ত্রী;একজন বিজেপির ও অন্যজন এনসিপি অজিত গোষ্ঠীর) রাতের ঘুমটাও উধাও! গদি বাঁচাতে কিংবা অন্যের ক্ষমতায় থাবা বসানো নিয়ে মাথাগুলিই যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন এমন একটি সরকার রাজ্যবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখবে কখন? এই রাজ্যের যেমন করুণ দশা হওয়া স্বাভাবিক, সেটাই হচ্ছে এখন মহারাষ্ট্রে। মণিপুর রাজ্যটাকে চোখের সামনে তিলে তিলে ধ্বংস করেছে বিজেপি, এবার মহারাষ্ট্রকেও কি তেমন কিছু 'উপহার' দিতে চলেছে মোদির পার্টি? সংরক্ষণ ইস্যুতে বেসামাল 'ডাবল ইঞ্জিনকে' দেখেই এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে আজ দেশজুড়ে। মণিপুর একটি ক্ষুদ্র প্রান্তিক রাজ্য। তাদের আর্তনাদ ও হুঙ্কার; কোনওটাই যে জাতীয় জীবনকে তেমন আন্দোলিত করে না, তা মণিপুর ইস্যুতে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মণিপুরকে সীমাহীন অবহেলা করার সাহস মোদি সরকার এই কারণেই যে দেখাতে পারছে, তাতে সন্দেহ নেই। এবার মহারাষ্ট্রের সঙ্গেও একই 'ট্রিটমেন্ট' করতে গেলে মোদি-শাহরা ঠেলা টের পাবেন, কারণ মুম্বই কোনও একটিমাত্র রাজ্যের রাজধানী শহর নয়, সারা দেশের অর্থনীতির ভরকেন্দ্র;বাণিজ্যনগরী থেকেই তামাম ভারতের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সিন্ধে এবং ফড়নবিশ ইতিবাচক পদক্ষেপের দাবি করলেও তাঁদের শরীরী ভাষায় পরিষ্কার যে জোট সরকার এই সমস্যা মোকাবিলার প্রশ্নে এখনও অথৈ জলে।

শাশ্বত কথা

অবতার

অবতার পুরুষকে সকলে কি ধরতে পারে ? দুই-একজনে চিনতে পারে মাত্র। তাঁরা জীব-উদ্ধারের জন্য কত যাতনাই না সহ্য করেন। ঠাকুরের গলা দিয়ে রক্ত বের হতো, তবুও কথার বিরাম নেই, কিসে জীবের মঙ্গল হয়। অবতার দিয়ে তোমাদের কাজ কি? যার যার গুরুই তার কাছে অবতারের চেয়ে অনেক বড় জিনিস। ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার সাধ্য নাই, তৃণটিও নড়ে না। স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল, সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটাতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা,দেড় সের ছাই বই তো নয়-তার আবার গরব কিসের?

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋত্বিক ঘটক

১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধির জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তাব্বুর জন্মদিন।*

অশান্তির লড়াইয়ে শান্তির নোবেল
এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ

স্বপনকুমার মণ্ডল

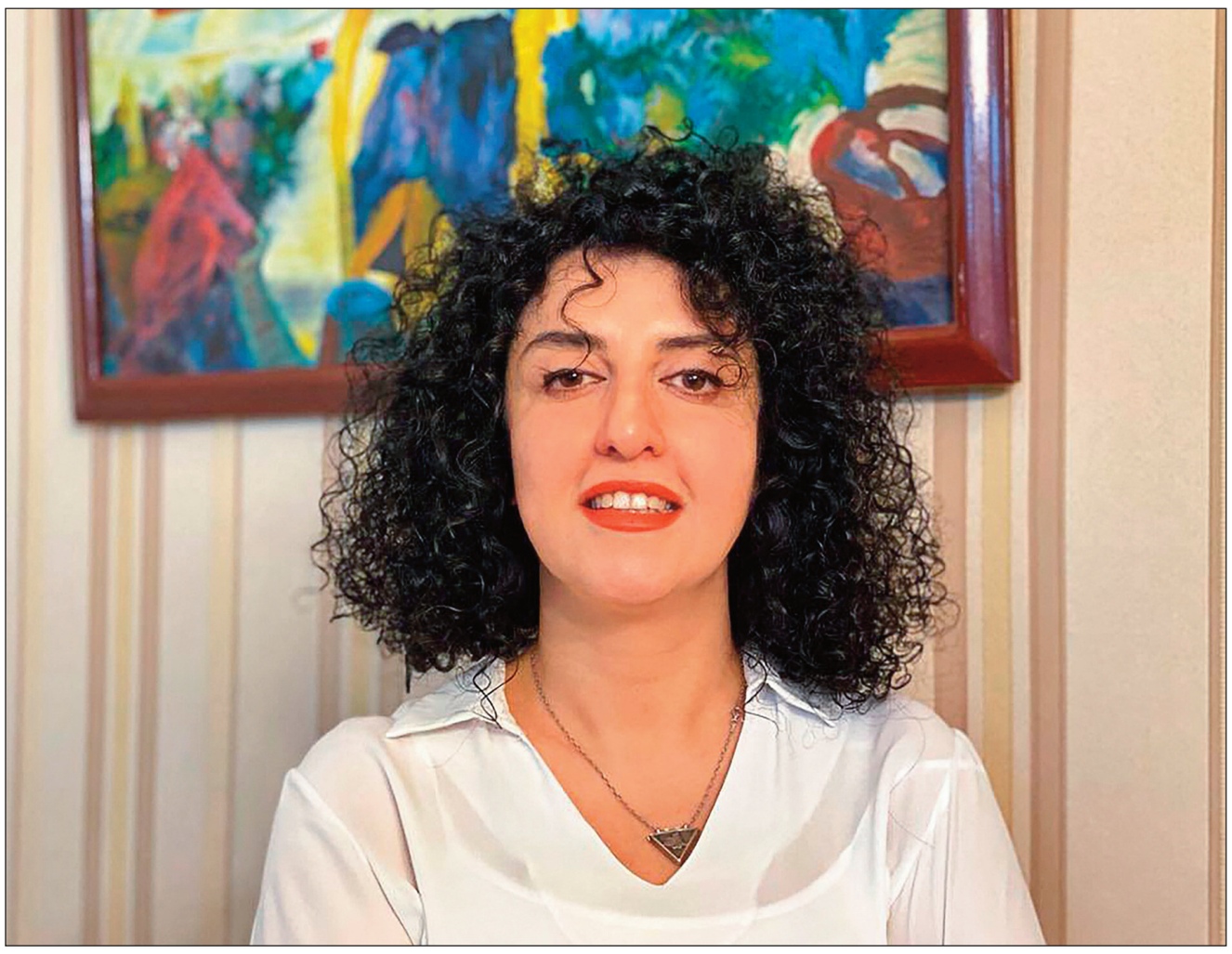

একদিকে যখন ইজরায়েল-ফিলিস্তিনের যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে, অন্যদিকে তেমনই ইরানের কারাগারের অন্ধকার নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে থেকে এক নাছোড় বন্দিনী নীরবে নিভৃতে অন্য এক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। ধর্মীয় রাষ্ট্রশক্তি কোনো কিছুতেই তাঁকে বাগে আনতে পারেনি। সেই অশান্ত নারীকেই এবার (২০২৩) শান্তির নোবেল পুরস্কারে মনোনীত করা হয়েছে। যুদ্ধকবলিত বিশ্বের মধ্যে অন্য এক স্বাধীনতার যুদ্ধ এখনও জারি। সেই যুদ্ধের অপরাজেয় যোদ্ধাকেই এবারে নোবেল কমিটির কুর্নিশ। আসলে আত্মত্যাগের নেপথ্যে থাকে ত্যাগের মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসজাত সংস্কার। সেখানে আত্মসমর্পণ আরও কঠিন আত্মত্যাগ, আরও কঠোর অবিরত আত্মপীড়ন। জীবন দানের চেয়েও আত্মনিবেদিত আত্মসমর্পণ আসলে নিজের সঙ্গে নিজেরই আত্মঘাতী লড়াই। এজন্য অনেকেই আত্মত্যাগ করে, কেউ কেউ আত্মসমর্পণ। সেখানে বিশ্বাসের বাতিঘর নিজেকেই জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সংস্কারের অন্ধমোহে নয়, আত্মনিবেদনের নৈবেদ্যে সচেতন লড়াই জারি রাখার ব্রত উদযাপনই তার লক্ষ্য। তার মহার্ঘ্য আত্মত্যাগে নয়, আত্মবিস্তারে। আর সেখানেই এবছর অশান্তির লড়াইয়ে শান্তির নোবেলে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে নার্গিস মহম্মদির নাম। ইরানের মানবাধিকার কর্মী নার্গিস বর্তমানে নারীজীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হয়ে স্বদেশের শাসকের রোষানলে পড়ে দেশের কুখ্যাত এভিন জেলে বন্দি। ইতিমধ্যে তাঁকে ১৩ বার গ্রেফতার করা থেকে ৫ বার দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে ১৫৪ ঘা চাবুক, ৩১ বছরের কারাদণ্ড। গতবছর নভেম্বর (২০২২)-এ শেষ গ্রেফতার হয়ে জেলের নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে তাঁর জীবন অন্ধকারে আলোর প্রতীক্ষায় নিমগ্ন। ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী শাসক নার্গিসের জীবন থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাঁকে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। ২০০৯-এ জেলে যাওয়ায় তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চাকরি চলে যায়। তাঁর স্বামী তাঘি রহমানিও সক্রিয় আন্দোলনে সামিল হয়ে ১৪ বছর জেল খেটে ১৬ বছরের দুই যমজ ছেলেকে নিয়ে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছেন। ৮ বছর ধরে নার্গিস তাঁর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। সেদিক থেকে নারীজীবনের স্বাধীনতার ব্রতে তাঁর আত্মসমর্পণ আপোসহীন যোদ্ধাতেই শুধু সমুজ্জ্বল নয়, সেই আন্দোলনের আলোর মশাল হয়ে ওঠাটাও অত্যন্ত জরুরি মনে হয়।

আসলে বাঁচার জন্য লড়াই বা লড়াই করে বাঁচার চেয়ে লড়াই করার জন্য বেঁচে থাকার জীবনপণ শুধু কঠিনই নয়, সাধনাসাপেক্ষ। সেই সাধনায় তন-মন-ধনই যথেষ্ট নয়, চাই সদা সতর্ক সত্যনিষ্ঠ একাগ্রতা,অফুরান জীবনীশক্তি। একে প্রায় সব ধর্মের মধ্যেই পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের শাসনে-শোষণে অনুগত রাখার বিধি-বিধান নানাভাবে সক্রিয়তা লাভ করে। সেখানে নারীজীবনের স্বাধীনতা হরণেই পুরুষের আধিপত্য বিস্তার স্বাভাবিকতা লাভ করে। নারীজীবনের স্বাধীনতাকে অস্বীকারের প্রবণতায় শুধু পুরুষশাসিত সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা বেরিয়ে পড়ে না, তাতে তার বৈষম্যবোধের পরিচয়ও উগ্র হয়ে ওঠে। সেখানে নারীর প্রতি অমানবিক দমনপীড়নের আয়োজন প্রশ্নহীন আনুগত্য লাভ করে। সমাজে তার পরাধীন অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধান, রীতিনীতিও সেক্ষেত্রে সংস্কারে পরিণত হয়। যেন তা মেনে চলাতেই সমাজের মঙ্গল আর তা নারীদের আদর্শ।

আসলে ধর্মীয় বাঁধনে বেঁধে রাখার মধ্যেই নারীজীবনে বন্দিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিয়ন্ত্রিত নারীজীবনেই সুস্থ সমাজের কল্যাণের ধারণায় শুধু রক্ষণশীলতা নেই,আছে পুরুষের অবদমিত শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও আধিপত্যকামী হেয় মানসিকতা। সেখানে দেহসর্বস্ব নারীচেতনায় তার স্বাধীন মনের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক ভাবেই অস্বাভাবিক করে তোলে। ধর্মীয় পরিসরে নারীজীবনের দাসত্বকেই সুরভিত করে, কন্যা-বধূ-মাতার ছকবন্দি জীবনে সেই পরাধীনতাতেই জীবনের সার্থকতা প্রদর্শিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় শক্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে বা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় অস্তিত্ব প্রাধান্য পেলে নারীজীবনের স্বাধীনতায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় রক্ষণশীলতাই সংরক্ষণের বিষয়-আশয় হয়ে ওঠায় নারীদের দুর্বিষহ জীবন নিবিড় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মানবতামুখী আধুনিকতায় মুক্তিকামী হাতছানি যত প্রকট হয়, ততই তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে । ইরানের ক্ষেত্রেও তার পরিচয় স্পষ্ট। সেখানে ১৯৭৯-তে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে, ইসলামী শাসন কায়েম করে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে নারীদের প্রতি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় । নারীদের মুক্ত পরিসর রুদ্ধ হয়ে যায়, তাদের পর্দানসীন জীবনে বোরখা বা হিজাব পরা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। শুধু ইরানিদের জন্যই নয়, বিদেশিনীদেরও সেখানে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক । প্রতিবাদের আকাশে মেঘও জমতে থাকে, একুশ শতকের সূচনা দশকে মেঘ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। সেখানকার আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী শিরিন এবাদি 'Defender of Human Rights Centre' নামে সংগঠন গড়ে তুলে প্রতিবাদী আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে সাড়া ফেলে দেন। ২০০৩-এ এজন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই মানবাধিকার আন্দোলনই নারীজীবনেব স্বাধীনতা আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলে। আর সেখানেই নার্গিস মোহম্মদির অতুলনীয় ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শিরিন এবাদির মানবাধিকার সংগঠনের কর্মকাণ্ড বহুমুখী ও বহুধাবিস্তৃত। সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে শিশুশ্রম, উদ্বাস্তু সমস্যাও রয়েছে। নার্গিস মোহম্মদি ছাত্রজীবনেই সেই মানবাধিকার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড-বিরোধী আন্দোলনের জেরেই তাঁকে ১৬ বছর জেল খাটতে হয়েছে। শিরিন এবাদির গড়ে তোলা সংগঠনের সক্রিয় কর্মী থেকে তিনি তার ভাইস প্রেসিডেন্টের গুরুদায়িত্ব দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার মধ্যেও অপরাজেয় যোদ্ধার পরিচয় শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। বারবার গ্রেফতার হয়েছেন, জেলে গিয়েছেন। অথচ তাঁর জীবনপণ লড়াই আরও তীব্রতর করে তুলেছেন । বিপজ্জনক লড়াইয়ে তাঁর আত্মসমর্পণ বিস্ময়কর। তেহরানের কুখ্যাত এভিন জেলে শুধু শারীরিক নয়,চূড়ান্ত অমানুষিক মানসিক অত্যাচার করা হয়। মুক্তি পাওয়ার পরেও তার রেশ দেহ-মনে থেকে যায়। বাকি জীবনেও তার প্রতিবন্ধিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ২০২০-তে ১৪৭ জন 'সলিটারি কনফাইনমেন্ট'-এর সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা মানবাধিকার সংগঠনটির কাছে 'বিচার, সাজা ও ভবিষ্যৎ' নিয়ে দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই বন্দি অবস্থাতেই গোপনে ১২ জন নারীর সাক্ষাৎকার নিয়ে জেলের মধ্যের নারকীয় অত্যাচারের কথা নার্গিস তাঁর 'White Torture Interviews with Iranian Women Prisoners' (নভেম্বর,২০২২) বইটিতে তুলে ধরেছেন। বইটির ভূমিকা লিখেছেন শিরিন এবাদি। সেক্ষেত্রে জেলে গিয়েও তাঁর সক্রিয়তা থেমে থাকেনি,বরং আরও বেশি লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তাঁর লক্ষ্য যে নারীজীবনের স্বাধীনতা ছিশ, তা অচিরেই তাঁর শ্লোগানেই প্রতীয়মান। ফারসিতে বলা 'জান-জিন্দগি-আজাদি'র মানেই নারীজীবনের স্বাধীনতা। নোবেল কমিটিও জীবনাদর্শে অবিচল ও নাছোড় মনোভাবের জন্যই ৫১ বছর বয়সী (জন্ম ১৯৭২-এর ২১ এপ্রিল) নার্গিসকে নোবেল পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছে। সেখানে মেয়েদের সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার, পর্দাপ্রথার অবসান ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে আধুনিক চেতনাতেই স্বাধীনতাকামী শৃঙ্খলমোচনের দুঃসাহস জেগে ওঠে। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতোই তার প্রস্তুতি চলে। সময়ের প্রতীক্ষায় তার সক্রিয় ভূমিকা শুধু অগ্নিসংযোগের মতো মুখিয়ে থাকে। এজন্য ধর্মীয় রাষ্ট্রের শাসকের রক্তচক্ষুর মধ্যেও প্রতিবাদ নিঃস্ব হয়ে পড়ে না। বরং সময়ান্তরে তার বিস্ফোরণ ঘটে। গত বছরেই তার ২০২২-এর ১৬ সেপ্টেম্বরে তারই অগ্নিসংযোগ ঘটে। ইরানের ২২ বছরের তরুণী মাহসা আমিনি হিজাব না পরার জন্য গ্রেফতার হয়ে পুলিশ হেফাজতে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে তার মৃত্যুর খবর রটে যেতেই সারা দেশ জুড়ে ৮০টি শহরে তীব্র প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। জনৈক নারী তার চুল কেটে নেড়ে হয়ে প্রতিবাদ জানায় যা আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে। মাস তিনেক ধরে চলা এই প্রতিবাদী আন্দোলনে প্রায় পাঁচশো মানুষের মৃত্যু ঘটে, দেশ থেকে দেশান্তরে তার খবর ছড়িয়ে পড়ে। এবছর মাহসা আমিনির মৃত্যুবার্ষিকীতেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইরানের নারীজীবনের স্বাধীনতা আন্দোলনে নার্গিসের প্রভাব যে তীব্রতর হয়ে সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে, তার পরিচয় এবারের নোবেল পুরস্কারেও প্রতীয়মান। ইরান সরকার স্বভাবতই নার্গিসকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, তা যে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। দেশে যে নার্গিসের পরিচিতিই নেই, তাও উল্লেখ করেছে ইরান সরকার। অথচ নোবেল কমিটি তাঁকে ঠিক চিনেছে! ধর্মীয় অনুশাসনে বা রাষ্ট্রীয় শাসনে নারীদের যে আর দমনপীড়ন করে বশে রাখা যাবে না, তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করে অবমানব করা চলবে না, তারই পথে মশাল হাতে নার্গিস মোহম্মদি। রাষ্ট্রীয় পীড়নের সেই নরকযন্ত্রণার বন্দিশালাকেই নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্য পূরণে নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে সদা সক্রিয় তিনি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাহসা আমিনির মৃত্যুকে কেন্দ্র তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যেই তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইটি প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারের বইটিতে তাঁর লক্ষ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে, 'Nothing can stop me from continuing my struggle against solitary confinement'। সেখানেই শেষ নয়, আরও বলেছেন, 'I will not rest until it is abolished'। সেদিক থেকে এবার তাঁর পরিচয়ের আলো শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও সুদূরপ্রসারী হবে,তা অনায়াসেই বলা যায়। সেইসঙ্গে স্বদেশের ধর্মীয় রাষ্ট্রের মৌলবাদী স্বরূপকেও চিনিয়ে দেওয়ার অবকাশ পেলেন তিনি। নারীকে কারাগারের নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে বন্দি রেখে জনবিচ্ছিন্ন করেও যে তাকে বশে আনা যায় না,উল্টে তার লক্ষ্যভেদী অর্জুনের দৃষ্টি আরও সক্রিয় ও সজীবতা লাভ করে, সেকথার মূর্তিমান দীপশিখার নামই নার্গিস মোহম্মদি। নোবেল পুরস্কার তাঁকে মূর্তি থেকে প্রতিমার আলো প্রদান করেছে। তাঁর মধ্যেই নারীজীবনের স্বাধীনতার উৎসারিত আলোর নতুন ভোর,সোনালি সকালের হাতছানি শুধু ইরানেরই নয়,আবিশ্বের মানুষের মনেই বিশ্বাসের বাতিঘর হয়ে উঠেছে। জান-জিন্দগি-আজাদি'র অপর নামই যে নার্গিস মোহম্মদি !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

টকঝাল

শহর হোক টেকসই ও পরিবেশবান্ধব

সম্পাদক সমীপেষু,

বিশ্ব শহর দিবস। দিবসটি শুরু ২০১৪ সাল থেকে। বিশ্বের ছোট, বড় ও মেজো নানা শহরে আছে নানা সমস্য, নানা বিপদ। কোন শহর ভোগে দূষিত বাতাসে, কোন শহর জ্বলে দাবানলে, কোন শহর ভূমিকম্প ও বন্যায় বিধ্বস্ত, কোন শহরকে আবার গিলে খায় নদী বা সমুদ্রের ভয়াল জল। বিপদ সংকুল শহরের আপদে বিপদে পাশে থাকাই শহর দিবসের উদ্দেশ্য। সেই নিরিখে ২০২৩ এর থিম-'সকলের জন্য টেকসই শহরে ভবিষ্যত অর্থায়ন'। টেকসই উন্নয়ন মানে বর্তমানের চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষের কথা ভাবা। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে ১১৪ টি দেশের সরকারি ও বৈজ্ঞানিকেরা মিলিত হয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে জানা যায়, প্রকৃতির সম্পদ সীমিত তাই যথেষ্ঠভাবে এই সম্পদ ব্যবহার করলে ৩টি বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে — (১) পরিবারের ভারসাম্য নষ্ট হবে (২) মানবসৃষ্ট দূষণের ফলে মানুষসহ সমগ্র জীবজগৎ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হবে (৩) প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হলে পরবর্তী প্রজন্ম চরম সংকটের

সম্মুখীন হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ ও বাস্তুতান্ত্রিক উন্নয়নের সংযোগ হলো টেকসই উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়ন সফল হলেই টেকসই শহর রূপায়ন হবে।

আমরা চাই প্রতি শহর হোক টেকসই। এই টেকসই শহরে বাধা আমরা নিজেরাই। নিজেরাই ডেকে আনি শহরের বিপদ। অতি লোভে গাছ কেটে ফেলি, দেখা দেয় পরিবেশ সমস্যা। অযথা ভূগর্ভস্থ জল নষ্ট করি, দেখা দেয় জল সঙ্কট। খড় বা নাড়া পুড়িয়ে ডেকে আনি দূষিত বাতাস। প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদি নদী বা সমুদ্রের জলে ফেলে জল দূষণ ঘটাই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়- দাবানল, অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, ইত্যাদির কাছে আমাদের হাত-পা বাঁধা ঠিকই, আমরা সংশ্লিষ্ট বিপর্যয়ের এলাকা চিহ্নিত করে মানুষকে সচেতন করতে পারি। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের দায় নিতে হবে আমাদেরই। তাই একটি টেকসই শহরের উন্নয়নের চাই সঠিক পরিকল্পনা ও সুদূর প্রসারী ভাবনা। মৌলিক ভাবনা চাই জল, স্যানিটেশান ও বর্জ্য পদার্থ ব্যবহারে। নজর থাকবে যানজট থেকে পরিবেশগত অবনতি। সর্বোপরি টেকসই শহরের জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

দীপংকর মান্না
আমতা
হাওড়া

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মিড ডে মিলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৯ জন পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক নির্দেশিকা জারি করার পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে মিড ডে মিলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৯ জন শিশু পড়ুয়া। খবর পেয়েই হাসপাতালে উপস্থিত আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান ও স্থানীয় বিডিও। তারা দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে আমডাঙার কুচিয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

এদিন মিড ডে মিলের খিচুড়ি খায় ১৯ জন পড়ুয়া, অসুস্থ হওয়াতে রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি

হয় স্কুল চত্বরে। এদের মধ্যে ৭জন পড়ুয়া চিকিৎসাধীন আমডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে। আমডাঙার কুচিয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। অভিভাবকদের অভিযোগ, নিম্নমানের খাদ্য পড়ুয়াদের খেতে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই পেটের যন্ত্রণা ও বমি শুরু হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। ১৯ জনের মধ্যে ৭ জন চিকিৎসাধীন, বাকি ১২ জনকে বেসরকারি জায়গায় প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাসপাতালে অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখতে আমডাঙার বিডিও ও বিধায়ক গিয়ে পৌঁছয়। জানা গেছে, এই স্কুলে মোট ১৪০ জন পড়ুয়া। সপ্তাহে একদিন করে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়, আর সেই খিচুড়ি খেয়ে এদিন বাড়ি গিয়েই শুরু হয় পড়ুয়াদের পেটে যন্ত্রণা ও বমি। ঘটনাস্থলে আমডাঙার বিডিও যায়। আমডাঙার বিডিও তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে ওই তদন্ত কমিটি। তবে পড়ুয়াদের অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে নিম্নমানের খাবার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ করেছেন।

প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে বিদ্যুৎ বিভাগের সামনে বামেদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎক্ষেত্র সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে অবৈধ প্রিপেড স্মার্ট মিটার প্রকল্প অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে বামেরা বিক্ষোভ দেখায় উখড়া বিদ্যুৎ অফিসের সামনে।

দামোদর অজয় নর্থ এরিয়া সমন্বয় কমিটির আহবায়ক অজন বক্সির দাবি, 'বর্তমান আইনের সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম পরিষেবিত এলাকায় একতরফা সিদ্ধান্তে প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। যার ব্যয় চাপানো হবে গ্রাহকের মাশুলের ওপরে। এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার প্রকল্প যার মূল লক্ষ্য সরকারি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার আমরা বিরোধিতা করছি।'

তিনি আরও বলেন, এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার লাগু হলে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষ তার বিদ্যুতের অধিকার হারাবে, আর্থ-সামাজিক পরিষেবা থেকে বিদ্যুৎ পরিণত হবে বাজারি পণ্যে। ফাটকা বাজারের মাধ্যমে আগামী

দিনে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ার ফলে বিদ্যুৎ মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে বেরিয়ে যাবে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাশুল হওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনের সময় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হবে। আরেকদিকে এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার লাগু হলে সরাসরি কাজ হারাবেন বহু অস্থায়ী ও ঠিকা প্রথায় নিযুক্ত কর্মীরা। এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার প্রকল্পের প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে থাকবে বেসরকারি সংস্থার হাতে।

উল্লেখ্য, বর্তমান আইনের পরিসরে কেরোলের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে গরিব মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে না। জনগণের অর্থে গড়ে তোলা সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে বেসরকারি সংস্থা এক টাকা বিনিয়োগ না করে বিদ্যুতের ব্যবসা করবে। বিপুল মাশুল বৃদ্ধির ফলে গরিব মানুষ এবং গ্রামের মানুষ বিদ্যুতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে বৃদ্ধি হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র। তাই বেশ কয়েক দফা দাবি রেখে উখড়া বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিল বাম নেতৃত্ব।

দাবিগুলি হল ১) অবিলম্বে জনস্বার্থ বিরোধী প্রিপেড স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

২) বিদ্যুৎ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল করতে হবে।

৩) পারস্পরিক ভর্তুকি প্রথা বজায় রাখতে হবে।

৪) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে। কোনও অংশ বেসরকারি হাতে দেওয়া চলবে না। যদিও এই বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের দপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জনসংযোগে জোর শাসকের, বিভিন্ন দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগের হিড়িক

বুদ্ধদেব পাত্র ● পুরুলিয়া

পুজো শেষ হতেই লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে বিজয়া সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জনসংযোগে জোর দিয়েছে ঘাসফুল শিবির জঙ্গলমহলে এবার হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া শাসক দল। এদিন অযোধ্যা পাহাড় কোলের ব্লক আড়ষা বিজয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান মঞ্চে বিজেপি, সিপিএম ও কুড়মি সমাজ ছেড়ে ২০টি পরিবারে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে দিয়ে যোগদান করেন ঘাসফুল শিবিরে।

জেলার অন্যান্য ব্লকের মতো আড়ষা ব্লকের সিরকাবাদ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহাড়রা বালিকা বিদ্যালয়ে এলাকার বুথ কর্মী ও সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বিজয় সম্মিলনী। সেখানেই বিজেপি, সিপিএম সহ দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন একাধিক পরিবার। যোগদানকারীরা জানান তাদের নিজেদের দলে মর্যাদা না পাওয়া এবং দলের দুর্নীতির জন্য

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে এলেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন আড়ষা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি বিদ্যাধর মাহাতো, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, আড়ষা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিশ্বরূপ মাঝি, সিরকাবাদ অঞ্চল সভাপতি নবকিশোর মাহাতো তৃণমূল নেতা সুযেন মাঝি সহ আরও অনেকে।

স্বত্ব দলিল হারানোর নোটিশ

ব্যাঙ্কের হেফাজত থেকে স্বত্ব দলিল হারিয়ে গিয়েছে, স্বত্ব দলিল নং ০৩৭৭২-২০০৭। সম্পত্তির বর্তমান মালিক (ব্রাউস ইনফো সিস্টেমস-অসিত রায়)। সম্পত্তি অবস্থিত একতলায় অফিস স্পেস পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬৫১ বর্গফুট কমবেশি পরিচিত অ্যাপার্টমেন্ট 'লতিকা অ্যাপার্টমেন্ট' অবস্থিত মৌজা-তরুলিয়া, জেএল নং ২১, তৌজি নং ৩০২৭, আরএস নং ১৪৯, সিএস খতিয়ান নং ২১, খণ্ড খতিয়ান নং ১৬৭, সিএস দাগ নং ২২৪, এডিএসআর কাশীপুর দমদম অধিক্ষেত্রে বর্তমানে বিধাননগর, সল্ট লেক এবং মহিষবাথান ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। উক্ত স্বত্ব দলিল হারানোর বিষয়ে বউবাজার থানায় ০১.১১.২০২৩ তারিখে জি ডি ই নং ৬৩ দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত নথি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ব্যাঙ্কে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শাখা প্রবন্ধক
ইউকো ব্যাঙ্ক বউবাজার
৪/১এ এবং ৪/১বি, নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০০১২

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.১১.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১,০৬,৮৫,৭৬৩.০০ টাকা (এগারো কোটি ছয় লাখ পঁচাশি হাজার সাতশো তেষট্টি টাকা) টাকা** ০৭.০১.২০১৪ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ এবং পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **পান্নালাল তারকশাউ ইস্পাত প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা) এবং সুরেশ কুমার জয়সওয়াল, অনিশ কুমার জয়সওয়াল, রমেশ কুমার জয়সওয়াল, কলাবতী দেবী শাউ, লালমণি দেবী শাউ, তারক শাউ এবং অরুণ কুমার জয়সওয়াল, জামিনদাতা(গণ)**, কাছ থেকে আদায় করা হবে।

সম্পত্তি নং ১: সংরক্ষিত মূল্য **৯০,০০,০০০.০০ টাকা**, বায়না জমা **৯,০০,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য ৫০,০০০.০০ **টাকা**।
সম্পত্তি নং ২: সংরক্ষিত মূল্য ৯৩,০০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা ৯,৩০,০০০.০০ টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য ৫০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪এ এবং ৪বি পরিমাণ মোট ২২৪৪.৮০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ৫মতলে, অবস্থিত ভবন পুর প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা- ৭০০০০৬, থানা- মানিকতলা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি এবং যাবতীয় পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। হস্তান্তর দলিল এআরএ ১, কলকাতা, দলিল নং ১-৩৭৬০-২০০৬। যৌথ মালিকানা শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি কলাবতী দেবী (পান্নালাল তারকশো ইস্পাৎ প্রা লি এর জামিনদাতা)।
নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : কর্পোরেশনের সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ পি সি রোড, পূর্বে : প্রেমিসেস পঞ্চ বাগুলির অধীন, পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড সমন্বিত।
সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি এবং ৪ডি, মোট পরিমাণ ২৩১৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দক্ষিণ এবং উত্তর পশ্চিম দিকে ৫মতলে, ভবনের অবস্থান পুর প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা -৭০০০০৬, থানা- মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, হস্তান্তর দলিল এআরএ -১, কলকাতা থেকে প্রাপ্ত, দলিল নং ১-৩৭৫৯-২০০৬ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি লাল মণি দেবী সাউ, স্বামী তারক সাউ, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল, পিতা শ্রী তারক শাউ এবং শ্রী অনিশ জয়সওয়াল, পিতা শ্রী তারক শাউ এর নামে।
নিম্নোক্ত মতে সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: কর্পোরেশনের সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ পি সি রোড, পূর্বে : প্রেমিসেস পঞ্চ বাকুলির অধীনে, পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড সমন্বিত।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.১১.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19484/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ০৪.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যুনিয়ন বৈংক অফ ইণ্ডিয়া Union Bank of India (A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩,
সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **৩১.০৭.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা - সুপার ইলেক্ট্রনিকস, স্বত্বাধিকারী - শ্রী পার্থ দাস** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,০৮,১৮৪.৫০ টাকা (ষোলো লাখ আট হাজার একশো চুরাশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ৩০.০৭.২০২৩** পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক সুদ এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০২.১১.২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান (১২৬২১) শাখা ১৬,০৮,১৮৪.৫০ টাকা (ষোলো লাখ আট হাজার একশো চুরাশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা** চুক্তি মোতাবেক হারে ৩০.০৭.২০২৩ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- ইছলাবাদ, জেএল নং ৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৮০, এলআর খতিয়ান নং ৬২৫৪, আরএস প্লট নং ৮৮৮, এলআর প্লট নং ২৪৯০, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ৩৩২/৩, ওয়ার্ড নং ১১, মহল্লা-ক্ষুদিরামপল্লি, বর্ধমান পুরসভা অধীন, পো-শ্রীপল্লি, থানা- এবং জেলা- বর্ধমান, অনুযায়ী শ্রী পার্থ দাসের নামে সমুদয় সম্পত্তি। পরিমাণ ২.৫ কাঠা (আনুমানিক)। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া পিসিসি রোড, দক্ষিণে : শ্রী অনুপ চৌধুরীর ভবন, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া পিসিসি রোড, পশ্চিমে : শ্রী সমীর দে এর ভবন সমন্বিত।

তারিখ - ০২.১১.২০২৩
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পংজাব এণ্ড সিংধ বৈংক Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বিরাটি ব্রাঞ্চ
মহাজাতি নগর, বিরাটি, ২৯, এম. বি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫১
ই-মেল : k0846@psb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৭.০১.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা (১) শ্রী উত্তম কর,** পিতা শ্রী অতুল কৃষ্ণ কর **(২) শ্রীমতি মায়া রানি কর (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** স্বামী শ্রী উত্তম কর কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১০,১৯,৮২১.৯০ টাকা** (দশ লাখ উনিশ হাজার আটশো একুশ টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১০,১৯,৮২১.৯০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা-গৌরীপুর, আরএস দাগ নং ৩৬৮, আরএস খতিয়ান নং ১৭১, পুর হোল্ডিং নং ৩৩৮(১), পুর ওয়ার্ড নং ১৫, মধুসূদন ব্যানার্জি রোড,উত্তর দমদম পুরসভা অধীন, পিন-৭০০০৫১, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ অনুযায়ী **শ্রীমতি মায়া রানি কর** এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দেবনাথ সিং এবং দিপালী বণিক, দক্ষিণ : ১০ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পূর্বে : প্রবা কর এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : মনোরমা সাহার সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৩
স্থান : বিরাটি, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

পংজাব এণ্ড সিংধ বৈংক Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ঘিদহ ব্রাঞ্চ
মুদি বাড়ি বাসস্টপ, বারাসত-ব্যারাকপুর রোড, পো. নীলগঞ্জ বাজার
কলকাতা - ৭০০ ১২১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ঘিদহ ব্রাঞ্চ,** ২০০২ সালের (২০০২ এর অর্ডার নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৭.০৭.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী মেহবুব গাজি** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৬,৯১,২৭৭.০০ টাকা** (ষোলো লাখ একানব্বই হাজার দুশো সাতাত্তর টাকা) টাকা ০১.০৭.২০২৩ থেকে মাসিক/তিন মাস অন্তর সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১৬,৯১,২৭৭.০০ টাকা** (ষোলো লাখ একানব্বই হাজার দুশো সাতাত্তর টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত গ্রাম- ঘিদহ, পো- নীলগঞ্জ বাজার, থানা- টিটাগড়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা - ৭০০১২১, উল্লেখ্য দুই বিক্রয় দলিল নং তারিখ ২২.১২.১৯৮৭, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস -এডিএসআর- বারাকপুর, এবং নথিভুক্ত/তালিকাভুক্ত বুক নং ১, দলিল নং ৬৪১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১২০, পৃষ্ঠা ১৬৭ থেকে ১৭৬ দলিল নং ৬৪১৭ - ১৯৮৭ সালের এবং তারিখ ১০.১১.১৯৮৭ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস-এডিএসআর-বারাকপুর এবং নথিভুক্ত/ তালিকাভুক্ত বুক নং ১, দলিল নং : ৪৯০২,বুক নং ১, ভল্যুম নং ৯২, পৃষ্ঠা ৩৩৯ থেকে ৩৪৮, দলিল নং : ৪৯০২-১৯৮৭। **চৌহদ্দি :** উত্তরে :নওসের আলি মন্ডলের ফাঁকা জমি, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে : ৩ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিমে : খুশিতালি মন্ডলের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০২.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

যুগ্ম ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড (২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২) অধীনে স্থাবর সম্পদ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যাড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি আইন (সারফেসি আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
("ঋণগ্রহীতা" এবং "কর্পোরেট ডেটর" এখানে উল্লিখিত)
CIN : 70102WB2012PTC189246

(৪ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে উল্লেখ্য মাননীয় এনসিএলটি কলকাতার নির্দেশ অনুযায়ী দেউলিয়া প্রক্রিয়াধীন একটি কোম্পানি)
কোম্পানির রেজি অফিস - ১০৩/২০ ফোরসোর রোড, জৈন হসপিটাল বাসস্টপের নিকট, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০২
লিকুইডেটর - সবীর কান্তি মজুমদার
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-PO1161/2018-19/11903
এএফএ বৈধ ০৪.১০.২০২৪ পর্যন্ত
যোগাযোগ : মোবাইল নং ৯১ ৯৪৩৩৬৭৯৫৯১ ইমেল আইডি - liq.hvrppl@gmail.com
লিকুইডেটরের ঠিকানা - ১৫৫/এ, ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭০০০৩৪
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি আইবিবিআই সহ - sabirk01@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং কর্পোরেট ডেটর এবং জামিনদাতা **এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্থের সম্পদ বিক্রির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের ৩৩ এবং ২০১৬ সালের (আইবিসি) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোডের ধারা ৩৫(এফ) অধীনে দেউলিয়াগ্রস্থ এস্টেটের অংশ এবং ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২ (লিকুইডেশন রেগুলেশনস) যৌথভাবে জামিনদাতার জমি সহ কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক বন্ধকদত্ত জামিনের অংশ ফ্যাক্টরি অফিস এবং অন্যান্য নির্মাণ এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্থ ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত** নিম্নোক্ত মতে বিক্রি করা হবে।
ঋণদাতার প্রতিনিধি এবং লিকুইডেটরের যোগাযোগের বিস্তারিত :
নাম : শ্রী রাহুল ফোনদে ইমেল আইডি - Rahul.phonde@axisbank.com
মোবাইল নং : ৮৪৫১৮৩২১৩১
লিকুইডেটর : নাম : শ্রী সবীর কান্তি মজুমদার ইমেল আইডি : sabirk01@gmail.com
মোবাইল নং : ৯৪৩৩৬৭৯৫৯১

বিবরণাদি

কর্পোরেট ডেটর এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড যৌথভাবে জমির জামিনদাতা শ্রী রাজন ধাদদা, পিতা মনোহর লাল ধাদদা, বন্ধকদত্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট ২০০২ সালের সারফেসি আইন এবং ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড রেগুলেশনস এর সংস্থান অধীনে ফ্যাক্টরি শেড, অফিস ভবন, টাইম অফিস, সিকিউরিটি রুম, শ্রমিকদের জন্য শেড, টয়লেট ব্লক এবং অন্যান্য নির্মাণ সমুদয় সম্পদ বিক্রি করা হবে।
ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে
জমি খসড়া নং ৮৭/১, পরিমাণ ২.২৯ হেক্টর (২২,৯০০ বর্গ মিটার) এবং জমি খসড়া নং ৮৮/১, পরিমাণ ০.৪৮ হেক্টর (৪৮০০ বর্গ মিটার) উভয় জমি যৌথভাবে পরিমাণ ২.৭৭ হেক্টর (২৭.৭০০ বর্গ মিটার) শ্রেণি ১ ভূমি স্বামী অধিকার সহ অবস্থিত মৌজা- নিমজি, পি এইচ নং ২৩, তহশিল কলমেশ্বর, জেলা নাগপুর, বন্ধকদত্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট এবং মালিকানা শ্রী রাজন ধাদদা পিতা মনোহর লাল ধাদদা অধীন, পূর্বতন ডিরেক্টর -এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড ০.০৯ হেক্টর জমি খসড়া নং ৮৮/১ ডেপুটি কালেক্টর ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন (জেনারেল), নাগপুর কর্তৃক নির্দেশ তারিখ ২৪ জুলাই ২০২০ তারিখে ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৫৪৭ই জন্য অধিগৃহীত।
খ) ২০১৬ সালের আইবিসি আইন অধীন
এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের সম্পদ অফিস ভবন, ফ্যাক্টরি শেড, শ্রমিকদের জন্য শেড, টয়লেট ব্লক, টাইম অফিস, সিকিউরিটি রুম এবং অন্যান্য নির্মাণ সমূহ সমুদয় যা উল্লিখিত
ক) কর্পোরেট ডেটরের দায় দেউলিয়াগ্রস্ততার তারিখ অনুযায়ী অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি ২০২২ লিকুইডেটর কর্তৃক নির্ধারিত হবে ২০১৬ সালের আইবিসি এর ধারা ৫৩(১) অধীনে।

মোট সংরক্ষিত মূল্য টাকা	ইএমডি টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ টাকা
১০,৮৫,২৭,৪৮১ টাকা	১,০৮,৫২,৭৫০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

মন্তব্য

এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর সম্পদসমূহ যৌথভাবে জমির মালিক শ্রী রাজন ধাদদা কর্তৃক বন্ধকদত্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের দেউলিয়াগ্রস্ততা অনুযায়ী সর্বাধিক গণ্য হওয়ার জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ১০,৮৫,২৭,৪৮১ টাকা ধার্য হয়েছে আরও সংরক্ষিত মূল্য সংযোজিত হয়েছে জমির জন্য ৮,৪৭,৫৭,২৬৬ টাকা যা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট বন্ধকদত্ত এবং ফ্যাক্টরি শেড, অফিস ভবন, শ্রমিকদের জন্য শেড, সিকিউরিটি রুম, টয়লেট ব্লক এবং অন্যান্য নির্মাণ-এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ এর জন্য রাখা হয়েছে ২,৩৭,৭০,২১৫ টাকা।

সংশ্লিষ্ট নিলাম অধীন উভয় সম্পত্তি (ক) এবং (খ) যৌথভাবে একটি মাত্র নিলামের মাধ্যমে বিক্রির জন্য সংরক্ষিত মূল্য ধার্য হয়েছে ১০,৮৫,২৭,৪৮১ টাকা। বিক্রয় সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট জমির জন্য অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত হবে এবং কর্পোরেট ডেটর এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্থর লিকুইডেটর কর্তৃক বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যুকৃত হবে।

উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	: ১৮ নভেম্বর ২০২৩
স্থান পরিদর্শনের শেষ তারিখ	: ২৯ নভেম্বর ২০২৩
তথ্য আদানপ্রদান এবং আলোচনা সভার শেষ তারিখ	: ৩০ নভেম্বর ২০২৩
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	: ৪ ডিসেম্বর ২০২৩
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	: ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল ১০.৩০টা থেকে বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত

ক) নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত, ই-নিলাম ডাক নথি অনলাইন ই-নিলাম এবং অন্যান্য ঘোষণা এবং অন্যান্য বিস্তারিত পাওয়া যাবে https//www.eauctions.co.in এবং জামিন অধীনে ঋণদাতা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.axisbank.com/auction-notices**
খ) কোনও বিতর্ক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লিকুইডেটরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক এনসিএলটি যেকোনও বিতর্কের ক্ষেত্রে একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা।
গ) ই-নিলাম চলাকালীন ডাকদাতাগণকে উচ্চতর ডাক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে শেষ ডাক দেওয়া পর্যন্ত এবং ন্যূনতম ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ৫ লাখ হতে হবে শেষ ডাকদাতার উচ্চতর ডাক হিসেবে।
ঘ) সমুদয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/পরিষেবা কর, স্ট্যাম্প ডিউটি অন্যান্য কর ইত্যাদি ডাকদাতাকে বহন করতে হবে।
ঙ) অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড উল্লিখিত সম্পদের স্বত্ব দখল নিয়েছে ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে, উল্লেখ্য দখল নোটিশ ০২.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ১০,০৪,৪২,৭৫৭.১৩ টাকা (দশ কোটি চার লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ সাতান্ন টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা ৩১ জানুয়ারি ২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ ইত্যাদি উশুলের জন্য।
কোনও ব্যাখ্যা জরুরি হলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে **liq.hvrppl@gmail.com** এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ইমেল আইডি **Rahul.phonde@axisbank.com** যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বা/-
সবীর কান্তি মজুমদার
লিকুইডেটর
এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্থ
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-PO1161/2018-19/11903
এএফএ বৈধ ০৪.১০.২০২৪ পর্যন্ত

স্বা/-
শ্রী রাহুল ফোনদে
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কলকাতা
তারিখ ৪ নভেম্বর ২০২৩

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	জুন ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৯,১৫২.২৮	১৮,৮০৯.৭৩	২৫,১৪৮.৬৮	৩৭,৯৬২.০১	৩৮,৬৮৫.৬৩	১০৩,৪১১.৫৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৩,১৫৯.৪৮	২,৯৬৩.৫৫	২,৬৮৩.৮৫	৬,১২৩.০৩	৪,৮২৩.১২	১৯,০১২.৬৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩,১৫৯.৪৮	২,৯৬৩.৫৫	২,৬৮৩.৮৫	৬,১২৩.০৩	৪,৮২৩.১২	১৯,০১২.৬৮
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,৩৪২.৬৬	২,২০৬.২৪	১,৯৭৪.৩৫	৪,৫৪৮.৯০	৩,৫৭১.২৫	১৪,৩০২.৮৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২,৩৩২.৫৩	২,১৯৬.১১	১,৯৬৮.০৬	৪,৫২৮.৬৪	৩,৫৫৮.৭০	১৪,২৬৬.০৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি						৬৪,৭২৫.৮২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) ১. মৌলিক	২৩.৯৯	২২.৫৯	২০.২১	৪৬.৫৭	৩৬.৫৬	১৪৬.৪৪
	২. মিশ্রিত	২৩.৯৯	২২.৫৯	২০.২১	৪৬.৫৭	৩৬.৫৬	১৪৬.৪৪

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৩ নভেম্বর, ২০২৩

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "ট্রিনিটি প্লাজা", ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	জুন ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৫,৩৫৮.৫১	৩৬,২৪২.৪৭	৪০,৮২৫.৯৯	৭১,৬০০.৯৮	৭১,০৯২.২৫	১৮১,২৯৮.৫৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৫,৯৮১.৩৯	৫,৪৯১.৯০	৩,৯২৩.১২	১১,৪৭৩.২৯	৭,৯৫৪.৬৮	২৯,৪৯৯.২৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫,৯৮১.৩৯	৫,৪৯১.৯০	৩,৯২৩.১২	১১,৪৭৩.২৯	৭,৯৫৪.৬৮	২৯,৪৯৯.২৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,২৯১.৪৬	৪,০৪২.৮৮	২,৬৩৬.৪১	৮,৩৩৪.৩৪	৫,৬৬০.৯২	২১,৯৬৭.৭৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৩,৫৭২.৫৩	৪,৮৬৯.৮৮	৯৮৪.৫৯	৮,৪৪২.৪১	২,১৫০.০০	২০,৭১৫.১২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি						৮০,০০৬.৪৮
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) ১. মৌলিক	৩৫.৩৫	৩২.৫৪	২৩.৯৩	৬৭.৮৯	৪৯.০৩	১৯৩.৬৮
	২. মিশ্রিত	৩৫.৩৫	৩২.৫৪	২৩.৯৩	৬৭.৮৯	৪৯.০৩	১৯৩.৬৮

দ্রষ্টব্য : সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ০৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৩ নভেম্বর, ২০২৩

পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিসংখ্যান জানতে সমীক্ষা করবে জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরিযায়ী শ্রমিকের পরিসংখ্যান জানতে গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালাবে জেলা প্রশাসন। এক্ষেত্রে শ্রম দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের মোট চারজন কর্মী জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংসদ ভিত্তিক সমীক্ষা করবে। এর ফলে পরিযায়ী শ্রমিকদের সরকারিভাবে রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হবে। শুক্রবার দুপুরে জেলা কালেক্ট রুট ভবনের সামনে কর্মসাথী পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টাল অ্যাপের ট্যাবলোর সূচনা করার পর এমনটাই জানিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে মালদা জেলা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এটা একটা বড় সাফল্য। শেষ দুয়ারে সরকার শিবিরে ২ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। চলতি বছর এই রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা মোট তিন লক্ষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

এদিন মালদা সদর মহকুমার পাশাপাশি চাঁচল মহকুমাতেও কর্মসাথী পরীযায়ী শ্রমিক পোর্টাল অ্যাপের ট্যাবলোর সূচনা করা হয়। জেলাশাসক ছাড়া দুটি এলাকাতেই প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশেই কর্মসাথী পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টাল অ্যাপ চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। শ্রম দপ্তরের অধীনে মূলত মালদার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে। একজন পরিযায়ী শ্রমিকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর সহ যাবতীয় তথ্য এই অ্যাপের মাধ্যমেই রেজিস্ট্রেশন করবে শ্রম দপ্তর। পরিযায়ী শ্রমিক ও তার পরিবারের লোকেরা যাতে রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, তার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংসদ ভিত্তিক বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদনপত্র দিবে শ্রম দপ্তরের কর্মীরা। যেসব গ্রামীণ এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, সেখানেই মূলত প্রচার চালানোর পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আবেদন পত্র দেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে কাজ করতে গিয়ে যদি কোনওরকম দুর্ঘটনায় পড়ে অথবা নিখোঁজ হয়ে যান, তার সম্পর্কে পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টাল অ্যাপের মাধ্যমেই বিস্তারিত তথ্য সহজেই বের করে নিতে পারবে প্রশাসন। এক্ষেত্রে সেইসব শ্রমিকের পরিবারকেও আগামীতে সরকারিভাবে সহযোগিতার করার ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা থাকবে না। আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত এই ট্যাবলোর মাধ্যমে চলবে গ্রামীণ এলাকায় প্রচার। তারপরেই শুরু হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, শেষ দুয়ারে সরকার শিবিরে জেলায় এখনো পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮ হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। করোনার সংক্রমণের সময় থেকে যারা ফিরেছেন এরকম আরো প্রায় ৬৪ হাজার শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন হয়নি। সেক্ষেত্রেই মূলত এই ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচার চালানোর কাজ শুরু করা হয়েছে।

গোরু চুরির চেষ্টার অভিযোগ, ভিডিও ভাইরালে তোলপাড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মধ্যরাতে গোরু চুরির চেষ্টার অভিযোগ, তাও আবার চারচাকা গাড়ি নিয়ে এসে বিফল হয়ে পালাল চোরের দল। এহেন ভিডিও ভাইরাল হতেই এনিয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা।

বিহার-ঝাড়খণ্ড হয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচারের সেফ করিডর আসানসোল। এমনই অভিযোগ উঠছিল এতদিন। এবার অভিযোগ, আসানসোলই হয়ে উঠল গোরু চোরদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। একের পর এক গোরু শহরের খাটাল থেকে, গৃহস্থ বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, চোরদের হাত থেকে ছাড় পাচ্ছে না রাস্তায় বা বাজারে ঘুরতে থাকা মালিকবিহীন নিরীহ গোরুগুলিও। রাতের অন্ধকারে বলপূর্বক পিকআপ ভ্যানে চাপিয়ে গোরু চুরি করে হচ্ছে পাচার। সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ল এমনই দৃশ্য। ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

শহর আসানসোলের প্রাণকেন্দ্র ইসমাইল। হীরাপুর থানা এলাকার আসানসোল পুরনিগমের ওয়ার্ড নম্বর ৮৪ এবং ৮৫ সংযোগকারী রাস্তার ওপরে গোরু চুরি ও পাচারের অভিযোগ সামনে এল শুক্রবার। বৃহস্পতিবার রাতে সিসি ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে সেই দৃশ্য। সিসি ক্যামেরায় দেখা যায় ইসমাইল গুরুনানক পল্লিতে মধ্যরাতে একটি পিকআপ ভ্যান এসে দাঁড়ায়। তারপর রাস্তায় ঘুরতে থাকা একটি নিরীহ গোরুকে সিংয়ে দড়ি বেঁধে, লেজ মুচড়ে বলপূর্বক পিকআপ ভ্যানে চাপানোর চেষ্টা চলছে। ডিউটি থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা দেখে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দা তুষার মণ্ডল। তাঁর সন্দেহ হওয়ায় তিনি সামনে যেতেই গোরু চোরের দল পিকআপ ভ্যান নিয়ে পালিয়ে যায় বলে দাবি।

জানা গিয়েছে, চিৎকার চেঁচামেচি করতেই ছুটে আসেন স্থানীয় রাজা ঘোষ। ঘটনাটি ধরা পড়ে রাজা ঘোষের বাড়ির বাইরে থাকা সিসি ক্যামেরায়। ওই ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী তথা জেলা সম্পাদক কাকলি ঘোষ অভিযোগ করেন, এই ঘটনার পিছনে শাসকদল, কাউন্সিলর সবাই যুক্ত রয়েছেন। খাটালের, রাস্তার গোরু, কেউই সুরক্ষিত নয়। এখন এই চোরেদের রাজত্বে মানুষও অসুরক্ষিত বলে তিনি অভিযোগ করেন। স্থানীয় খাটাল মালিক নন্দলাল যাদব অভিযোগ করেন, চারদিন আগেই তাঁর খাটাল থেকে গোরু চুরি হয়েছে। তাঁর সন্দেহ, এই চক্রই গোরু চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

গোরু চুরি মামলায় এতদিন আসানসোল সিবিআই আদালতে চলছিল অনুব্রত মণ্ডল, সেহেগল হোসেনদের শুনানি। শহর আসানসোলে আনাগোনা বেড়েছিল সিবিআই ও ইডির। সম্প্রতি সেই মামলা দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন আর সিবিআই বা ইডির আনাগোনা নেই শিল্পশহরে। আর এই শিথিলতাকে কাজে লাগিয়েই ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে গোরু চুরি ও পাচার চক্র। এমনটাই অভিযোগ।

অসুস্থ কং নেতা ইমদাদ আলিকে দেখতে এলেন স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অসুস্থ কংগ্রেস নেতাকে দেখতে এলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পুরনো সহকর্মীকে দেখে খুশি কংগ্রেস নেতা ইমদাদ আলি।

বার্ধক্যজনিত কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ কংগ্রেস নেতা ইমদাদ আলি। পুরনো সহকর্মীর অসুস্থতার খবর পয়ে শুক্রবার বর্ধমান শহরে ইমদাদ আলির বাড়িতে যান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক, ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্তেকাব আলম।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ইমদাদ আলি দীর্ঘদিন ধরে প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানা মিছিল-মিটিংয়ে উপস্থিত থেকেছেন। প্রবীণ নেতা কংগ্রেস আমলে আইএনটিইউসির জেলা সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ইমদাদ আলির সঙ্গে কংগ্রেস করেছিলেন বর্তমান তৃণমূল

কংগ্রেসের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগদান করেন স্বপন দেবনাথ। কংগ্রেসের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকার কারণে কংগ্রেস ছেড়ে অন্য কোনও দলে যোগদান করেননি ইমদাদ আলি। এদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন মন্ত্রী। প্যাশাপাশি পরিবারের সকলের খোঁজ নেন।

মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, কংগ্রেস করার সময় ছাত্র রাজনীতি থেকেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক। তাঁকে বাবুদা নামেই সবাই জানে। তিনিও বাবুদা বলেই ডাকেন। সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে বহু আন্দোলনের সময় তাঁরা ছিলেন যুবক। বহু আন্দোলন করেছেন তাঁরা। তাঁর সঙ্গে একটা আলাদা সম্পর্ক রয়েছে। যার জন্য তার শারীরিক অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে আসা। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আপ্লুত কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা। তিনি জানান, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাঁর কথা মনে রেখে বাড়িতে আসায় তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। তাঁর অসুস্থতার কথা শুনে বাড়িতে যে মন্ত্রী ছুটে এসেছেন এবং তাঁকে যে মনে রেখেছেন সেটাই বড় কথা।

লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই যাত্রী পারাপারের অভিযোগ ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোনও রকম লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই রণডিহা ড্যামে যাত্রী পারাপারের অভিযোগ ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ব্রিজের দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর পঞ্চায়েতের দামোদর নদ। এই নদের এক প্রান্তে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান এবং অপর প্রান্তে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা। এই দুই জেলার যোগাযোগের শর্টকাট মাধ্যম রণডিহা ড্যাম। এই ড্যাম পারাপারের জন্য সারা বছর সাধারণ মানুষদের ভরসা ফেরিঘাট। এই ফেরিঘাটে নৌকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের পারাপার করানো হয়। আর সেখানেই দেখা গেল একেবারে অসচেতনতার ছবি!

একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষদের নদী পারাপার করতে হচ্ছে বলে দাবি। অভিযোগ, কোনও রকম লাইফ জ্যাকেট, সিকিউরিটি ছাড়াই ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষদের বছরের পর বছর এভাবেই পারাপার করছে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। নদী পারাপারের সময় যদি কোনও প্রাণহানির মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে তার দায় কে নেবে।

সাধারণ মানুষের দাবি, সোনামুখী ব্লকের অন্তর্গত সোনামুখী রাধামোহনপুর পূর্ব নবাসন নিত্যানন্দপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের বর্ধমান পানাগড় যেতে গেলে ৪৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঘুরপথে দুর্গাপুর ব্যারেজ হয়ে যেতে হয়। অন্যদিকে এই একই ছবি পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষদের কাছে।

ফণিভূষণ সরকার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার দাবি, 'সারাবছর আতঙ্ক নিয়ে আমাদের এই নদী পারাপার করতে হয়। প্রতিদিন ৫ থেকে ৬ হাজার মানুষ নদী পারাপার করেন। তাই দ্রুত দামোদর

নদের ওপর ব্রিজ তৈরি করা হোক।' সুপ্রিয়া বিশ্বাস নামে এক মহিলার দাবি, ভয়ে ভয়ে নৌকা পারাপার করতে হয় সকলকে। নদী পারাপারে দীর্ঘদিনের সমস্যা রয়েছে তাই নদীতে একটি ব্রিজ তৈরি করা হলে ভীষণ উপকার হয়।

বংশী বাগদি নামে নৌকার মাঝির দাবি, ৩০-৩৫ বছর ধরে নৌকা চলছে এখনও পর্যন্ত কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে নৌকা পারাপারের ক্ষেত্রে কোন লাইফ জ্যাকেট নেই বলেই জানান তিনি। এ বিষয়ে সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, 'এভাবে ঝুঁকি নিয়ে আমরা নৌকা পারাপার করতে দেব না। দ্রুত লাইফ জ্যাকেট প্রদান করা হবে।'

প্রতিশ্রুতি পূরণ, কাজ খতিয়ে দেখতে ব্লকে ব্লকে সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে এবং জনপ্রতিনিধিদের সমস্যা শুনতে সরাসরি ব্লকে ব্লকে রিভিউ মিটিং শুরু করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। শুক্রবার বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন এলাকার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক ও হাসনাবাদ ব্লক থেকে সেই কাজ শুরু হল। সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরশাদ উদ জামান, জনস্বাস্থ্যের

কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা, বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল-সহ জেলা পরিষদের আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা।

সভাধিপতি হয়েই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবেন। তার জন্য জেলা থেকে পঞ্চায়েত স্তরের সকল জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে কাজের খতিয়ান ও তাদের সমস্যার কথা শুনবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিতে গোটা জেলা পরিষদকে ব্লকে ব্লকে, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নিয়ে যাবেন। এদিন সেই কাজের সূচনা করলেন নারায়ণ গোস্বামী। এদিন যেমন উন্নয়নের খতিয়ান নিলেন তেমনই যে যে কাজ করা যায়নি তার ব্যাখ্যাও চাইলেন। পাশাপাশি কয়েকটি পঞ্চায়েত প্রধান তাদের উন্নয়নের টাকা খরচ করতে না পারায় তাদের নভেম্বর মাসের সময়সীমা বেধে দিয়ে বলেন, উন্নয়নের টাকা বর্ধিত সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পারলে আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের নামের তালিকা পাঠানো হবে। নারায়ণ বলেন, গ্রামীণ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদগ্রীব। মানুষের উন্নয়ন কোনও কারণেই আটকে রাখা যাবে না। জেলা পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিটি ব্লকে ব্লকে ঘুরব। পঞ্চায়েত কাজের অগ্রগতি জানাব। যদি কোনও সমস্যা থাকে নিজের কানে শুনে সেখানেই সমস্যার সমাধান করব। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ মতো কোনও কাজ ফেলে রাখা যাবে না। পাশাপাশি এদিন হাসনাবাদ ব্লকের মাখালগাছায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উদ্বোধন করেন সভাধিপতি।

স্টেশন সংলগ্ন রেল পুকুর পরিদর্শনে এডিআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার দুপুরে পানাগড়ের রেল স্টেশন সংলগ্ন রেল পুকুর পরিদর্শনে আসেন আসানসোল ডিভিশনের এডিআরএম পানাগড় রেল পুলিশের আধিকারিকরা সহ রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মূলত ছটপুজো উপলক্ষে এদিন রেল পুকুর পরিদর্শন করার পাশাপাশি রেলের আধিকারিকরা পুকুরের চার পাশে সাফাই অভিযান চালান, এছাড়াও পুকুরের চারপাশে বেশ কিছু বৃক্ষরোপণ করেন রেল আধিকারিকরা। পানাগড় ছটপুজো কমিটির সদস্য দিলীপ সিং জানিয়েছেন, প্রতি বছর ছটপুজো উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষ রেল পুকুরে ভিড় জমান। পুকুরের জলে নেমে ছটপুজো করেন হিন্দিভাষি মানুষেরা। ডেঙ্গুর কথা মাথায় রেখে গোটা পুকুরের পাড় সাফাই করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুকুরের গোটা পাড়ে মশা মারার তেল স্প্রে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছড়ানো হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার। ছটপুজোর দু'দিন যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই গোটা পুকুরের চারপাশে কাঁকসা থানার পুলিশ ও রেল পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন থাকবেন। যাতে এই বছর সুষ্ঠুভাবে ছটপুজো সম্পন্ন হয় সেই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতেই এডিআরএম পরিদর্শনে আসেন।

রাস্তা পরিদর্শন জেলা পরিষদের সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কৈচর থেকে নন্দীগ্রাম পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তা পরিদর্শন করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কৈচর থেকে নন্দীগ্রাম পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। প্রায় পাঁচ বছর ধরে ওই এলাকার মানুষ নাজেহাল ছিলেন এই রাস্তা নিয়ে। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল যে এই রাস্তার কাজ দ্রুত শুরু করা হবে। সেই মতো রাস্তা মেরামতের জন্য ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী জানিয়েছেন, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে এই রাস্তার কাজ। শুক্রবার রাস্তা পরিদর্শন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার ও মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী। রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হওয়ার খবর পেয়ে খুশি এলাকার মানুষ।

পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিলে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: পেঁয়াজের দাম ঊর্ধ্বমুখী। কলকাতা-সহ বিভিন্ন বাজারে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে পেঁয়াজের দাম। বিভিন্ন বাজারগুলোতে পেঁয়াজের দাম ১০০ টাকাও ছুঁয়েছে। এদিকে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পেঁয়াজের মালা গলায় পরে শুক্রবার পথে নামেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার।

চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে শুক্রবার চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় থেকে খরুয়াবাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়। বিধায়ক অসিত বলেন, 'পেঁয়াজের দাম ৮০ টাকা। তেলের দাম, গ্যাসের দাম চড়া। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এভাবে বাড়লে মানুষ চলবে কী করে?' যদিও বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তুষার মজুমদারের অভিযোগ, জমি জায়গা সব তো এখানে সিন্ডিকেটের হাতে। চাষবাস হবে কোথা থেকে? শাসকদলের লোকেরা একের পর এক দুর্নীতিতে ধরা পড়ছে। আর সেসব থেকে নজর ফেরাতে গলায় পেঁয়াজ ঝুলিয়ে ঘুরছে। তিনি প্রশ্ন করেন, রাজ্য সরকারই বা পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে কী করেছে?

মমতা ও অভিষেকের নামে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পায়ে চোট লেগেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা কামনা করে শুক্রবার বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট লাগার কারণে তাঁর সুস্থতা কামনায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পুজো দেন তিনি। এছাড়াও দুর্গাপুজোর সময় তিনি মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরের ঘট উত্তোলন ও পুজোর সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই আজ নিজে উপস্থিত থেকে নিজের হাতে সর্বমঙ্গলা মায়ের পুজো দিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। আজকের এই শুভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী জয়দেব মুখোপাধ্যায়, ২১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য আরও ব্যক্তিবর্গ।

মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা কামনায় দেবীর কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন। পাশাপাশি মায়ের কাছে তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন পুজোর সময় তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে। একই সঙ্গে শহরের সমস্ত মানুষের মঙ্গলকামনা করেছেন মায়ের কাছে।

বাইকের ধাক্কায় মৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার নওদা গ্রামে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম সানু বাউড়ি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাস্তার ধারে বসে থাকার সময় দ্রুত গতিতে এক বাইক চালক একসঙ্গে চার জনকে ধাক্কা মারে। তার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। মৃত ও আহত সকলেই নওদা গ্রামের বাসিন্দা। বাইক আরোহীর বাড়ি পানাগড় এলাকায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তড়িঘড়ি তাদের মধ্যে বাইক চালক ও এলাকাবাসী সানু বাউরিকে গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। বাইক আরোহীর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

বারাসাত বাইপাস রাস্তার কাজ পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে বারাসাত বাইপাসের মোহনপুর থেকে আরিজুল্লাপুর পর্যন্ত ১.৮ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হল। সেই কাজের সরেজমিনে পরিদর্শনে জেলা পরিষদের বিদ্যুতের কর্মাধ্যক্ষ মফিজুল হক শাহাজী ও পিডাবলুডির ইঞ্জিনিয়াররা। বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, এয়ারপোর্টে ১ নম্বর এর যানজট এড়াতে ও যশোহর রোডে গাড়ির চাপ কমাতে অশোকনগরের খেজদেলপুর থেকে রাজারহাট পর্যন্ত রাস্তাটির সম্প্রসারণ করে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারই কল্যাণে

এই বারাসাত বাইপাস গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হিসেবে পরিচিত। সেই রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হল ধাপে ধাপে। আগামীদিনে রাস্তাটি টু-লেনের রাস্তা করার জন্য প্রাথমিক কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানান মফিদুল হক শাহাজী।

রক্ষাকর্তা হিসাবে চক্রবর্তী বাড়ি পাহারা দেন আরামবাগের মা সিদ্ধেশ্বরী

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলার আরামবাগের কালীপুর এলাকার চক্রবর্তী বাড়ির ঐতিহ্যবাহি কালীপুজোকে ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস, যা আজও এলাকার মানুষের মনকে নাড়া দেয়। চক্রবর্তী বাড়িতে মা কালী সিদ্ধেশ্বরী রূপে পূজিত হন। মা সিদ্ধেশ্বরী রক্ষাকর্তা হিসাবে সর্বদা চক্রবর্তী বাড়ির প্রতিটি পরিবারকে পাহারা দিয়ে আসছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে রাতের অন্ধকারে ডাকাত দলও চক্রবর্তী বাড়ির কোনও ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে না। এমনটাই কথিত আছে আরামবাগের কালীপুর এলাকার আনাচে-কানাচে। মায়ের মহিমায় এখনও পর্যন্ত কোন ডাকাত বা চোরের দল কালীপুরের ওই চক্রবর্তী বাড়িতে প্রবেশ করতে পারেনি। আর কয়েকদিন পরেই কালীপুজো। প্রায় ৩০০ বছর ধরে রীতিমেনে পুজোপাঠ হয়ে আসছে আরামবাগের কালীপুর এলাকার চক্রবর্তী বাড়ির সিদ্ধেশ্বরী কালীর। বছরে দু'বার পুজো হয় মায়ের। কার্তিক মাসে এবং জৈষ্ঠ মাসে মা সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজো পাঠ হয়। তবে নিত্যদিন মায়ের আরাধনা করেন ওই বংশের বংশধরেরা। মা সিদ্ধেশ্বর কালী

পঞ্চমুণ্ডির আসনে অধিষ্ঠিত। কথিত আছে, একবার গভীর রাতে একদল ডাকাত ওই চক্রবর্তী বাড়িতে ডাকাতি করতে আসেন। সেই সময় জঙ্গল ঘেরা দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে কালীপুর জনপদ গড়ে ওঠে। লোক বসতিও কম ছিল। তাই মানুষকে রাতে ডাকলেও সহজে সাড়া পাওয়া যেত না। এইরকম পরিস্থিতিতে ডাকাতের দল যখন চক্রবর্তী বাড়ির প্রধান ফটকে হাজির হয় তখন তারা দেখেন লাল পাড় শাড়ি পড়ে একজন মহিলা প্রধান ফটক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ থেকে করতে গেলে একইভাবে লাল পাড় শাড়ি পরা একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কিছুতেই তাকে সরিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা যায়নি। ডাকাত দল দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটি দরজার সামনে যাওয়ার পরেও একই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যায়। চোখ ধাঁধানো জ্যোতি ওই মহিলার শরীর থেকে বের হতে থাকে। ভয়ে ও আতঙ্কে ডাকাত দল সেই স্থান ত্যাগ করে। পরের দিন সকালে চক্রবর্তী পরিবারের সিদ্ধ পুরুষ কানাইলাল চক্রবর্তীর কাছে ডাকাত দল ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মা সিদ্ধেশ্বরীর মহিমার কথা বলেন। এই কথিত কাহিনির কথা জানান বর্তমান বংশধর রণজিৎ চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের পূর্ব পুরুষেরা প্রথম গোঘাটের জয় কৃষ্ণপুর মায়ের পুজোপাঠ শুরু করেন। তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ওখান থেকে একটি পরিবার কালীপুর জনপদে এসে মায়ের পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠা করে পুজো পাঠ শুরু করেন। বামাচরণ ভট্টাচার্য নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ ঘটা করে পুজোপাটের আয়োজন করেন। তার আগে নিয়ম মেনে মায়ের আরাধনা হলেও সেইভাবে সাড়ম্বর ছিল না। বর্ধমানের রাজা মা সিদ্ধেশ্বরী মায়ের প্রতিষ্ঠানের কথা জানতে পেরে জমিদান করেন চক্রবর্তী পরিবারকে। শোনা যায় বামাচরণ চক্রবর্তী যিনি পরে ভট্টাচার্য উপাধি পান তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে মায়ের অভিষিক্ত ঘটে ফুল দিতেন তখন হঠাৎ করে একটি সাপের উদয় হত। তারপর ঝাঁঝ ঘণ্টা ও শঙ্খ ধ্বনি হাতে সাপটি বাবা শিবের পেট দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। তাছাড়া ১৯৭৮ সালের বন্যার সময় মা মূর্তি যখন ভেঙে পড়ে তখন একটি দিব্যজ্যোতি বের হয় এবং গোটা চক্রবর্তী পরিবারের যে সমস্ত সদস্য মা কালীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন তারা অন্ধকার দেখেন। এরপর মা সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তি করার জন্য স্থানীয় মৃৎশিল্পীকে ডাকা হয়। কিন্তু তিনি কিছুদিন কাজ করার পরেই পলায়ন করেন। মায়ের স্বপ্নদেশ পেয়ে ওই পরিবারের এক বংশধর মৃৎশিল্পী খুঁজতে বের হন। অপরদিকে গোঘাটের বদনগঞ্জ এলাকার মৃৎশিল্পীয় মায়ের স্বপ্ন দেখতে আরামবাগে হাজির হন। মা কালী আশীর্বাদে দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হওয়ার পর সিদ্ধ আচারে মা কালীর পুনরায় মূর্তি নির্মিত হয়।

সবমিলিয়ে মায়ের পুজোয় যাতে কোনও খুঁত না থাকে সেই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখেন চক্রবর্তী পরিবারের মহিলারা। নিয়ম মেনে নিষ্ঠাভরে মা কালির পুজো ও ছাগ বলি করেন ওই বংশের সদস্যরা।

ভোটমুখী রাজস্থানের ২৫ জায়গায় ইডির তল্লাশি

জয়পুর, ৩ নভেম্বর: কেন্দ্রীয় প্রকল্পে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে শুক্রবার ভোটমুখী রাজস্থানের ২৫টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। রাজধানী শহর জয়পুর এবং দৌসার বিভিন্ন জায়গায় শুক্রবার সকাল থেকেই হানা দিতে শুরু করেন ইডি আধিকারিকেরা। এক আইএএস আধিকারিক-সহ রাজ্য প্রশাসনের বেশ কয়েক জন আধিকারিকের বাড়িতেও তল্লাশি অভিযান চলে।

গ্রামে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম 'জল জীবন মিশন'। অভিযোগ, কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে এই প্রকল্পে বিপুল অঙ্কের টাকা নয়ছয় হয়েছে। শুক্রবার অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনের এই মামলায় তল্লাশি চালানো হয় রাজস্থানের জনস্বাস্থ্য এবং কারিগরি দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান সচিব সুবোধ আগরওয়ালের বাড়িতে। স্বাস্থ্য দপ্তরের আরও কিছু আধিকারিকের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। ইডি সূত্রের খবর, বেশ কয়েকটি জায়গায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে।

বিধানসভা ভোটের আগে রাজস্থানে ইডির 'সক্রিয়তা' নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিরোধী দল কংগ্রেস। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট স্বয়ং ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের একটি মন্তব্যের উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমাদের রাজ্যের পথেঘাটে এখন নেড়ি কুকুরের চেয়েও বেশি ইডি ঘুরছে।' বৃহস্পতিবারেই রাজস্থানে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমন বিভাগের (এসিবি) হাতে ধরা পড়েন ইডি অফিসার। এই ঘটনাকে ঘিরে মরুরাজ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

রাজস্থান এসিবির ডিজি হেমন্ত প্রিয়দর্শী বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ধৃত ইডি অফিসারের নাম নওলকিশোর মীনা। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আমাদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, মণিপুরের ইম্ফলের দপ্তরে কর্তব্যরত ইডি অফিসার নওল তাঁর কাছে ১৭ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেছেন। একটি অর্থলগ্নি সংস্থার দুর্নীতি দমনের মামলায় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি এসিবি-কে জানান, তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করা এবং গ্রেপ্তার না করার 'বিনিময়ে' ওই অঙ্কের ঘুষ চেয়েছিলেন নওল।'

ঘটনাচক্রে, বৃহস্পতিবারেই রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরার ছেলেকে সরকারি চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ইডি। গত ২৬ অক্টোবর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দোতাসরা এবং দলের প্রথম সারির নেতা ওমপ্রকাশ হুদলার ঠিকানায় তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় সংস্থাটির আধিকারিকেরা। পাশাপাশি, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয় মুখ্যমন্ত্রী গেহলটের ছেলে তথা কংগ্রেস নেতা বৈভব গেহলটকে। তার পরেই রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, নরেন্দ্র মোদি সরকার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীদের উপর চাপ বৃদ্ধি করতে ইডি এবং আর এক কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইকে ব্যবহার করছে।

উত্তরপ্রদেশে দলিত মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন

দেহ টুকরো করে পলাতক অভিযুক্তরা

লখনউ, ৩ নভেম্বর: ফের পাশবিক ঘটনার সাক্ষী হল যোগীরাজ্য। এক দলিত মহিলাকে ধর্ষণ ও খুন করে দেহ কেটে টুকরো টুকরো করল অভিযুক্তরা। উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় থাকতেন ৪০ বছরের ওই মহিলা। সন্দেহের তির তিন অভিযুক্তের দিকে। সকলেই পলাতক।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রাজকুমার শুক্লা। এই ঘটনায় রাজকুমারের সঙ্গে আরও দু'জন জড়িত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক তিন জনেই। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। গিরওয়ানের তদন্তকারী আধিকারিক সন্দীপ তিওয়ারি জানিয়েছেন, শুক্লার একটি আটাকল রয়েছে। সেই আটাকল পরিষ্কারের কাজ করতেন মহিলা। মঙ্গলবার তিনি সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন। মহিলার কন্যার দাবি, তিনি যখন শুক্লার আটাকলে পৌঁছন, তখন একটি ঘরের ভিতর থেকে মায়ের চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পান। সেই আওয়াজ শুনে ঘরের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। দরজা খুলতেই দেখেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। মায়ের দেহ টুকরো টুকরো করে কাটা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, মহিলাকে খুনের আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এই ঘটনায় রাজকুমার এবং তাঁর দুই ভাই বাউয়া এবং রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, খুন-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনায় সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব আক্রমণ করেছেন যোগী প্রশাসনকে।

বিচার ব্যবস্থার ঢিলেমিতে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: দেশের আদালতগুলো যে 'তারিখ পে তারিখে'র আস্তানা হয়ে যাচ্ছে, সেটা স্বীকার করে নিলেন তিনি। শুধু স্বীকার করলেন না, রীতিমতো বিরক্তিপ্রকাশ করলেন প্রধান বিচারপতি। বলে দিলেন, এই ঢিলেমিতে বিচারব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যাচ্ছে।

'দামিনি' ছবিতে সানি দেওলের 'তারিখ পে তারিখ' মনোলগ বিখ্যাত। সেই মনোলগেরই একটি অংশ তুলে ধরে প্রধান বিচারপতি শুক্রবার বলেন, 'আমরা চাই না আমাদের আদালতগুলো 'তারিখ পে তারিখ' আদালত হয়ে থেকে যাক। এতে বিচারব্যবস্থার দ্রুত বিচার পাইয়ে দেওয়ার যে উদ্দেশ্য সেটা সফল হবে না।' প্রধান বিচারপতির ক্ষোভ, শুধু শুক্রবারই আইনজীবীদের কাছ থেকে ১৭৮টি মামলা মুলতুবির আবেদন এসেছে।

এদিন রীতিমতো তথ্য তুলে ধরে বিচারব্যবস্থার ঢিলেমি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি জানান, শুধু সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসেই ৩ হাজার ৬৮৮টি মামলার মুলতুবি চেয়েছেন আইনজীবীরা। কখনও আইনজীবীর অনুপস্থিতি, কখনও ইচ্ছাকৃত মামলাকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টার জেরে দিনের পর দিন মামলা মুলতুবি হচ্ছে।

বস্তুত, এ দেশে বিচারব্যবস্থার ঢিলেমি নতুন কিছু নয়।

উত্তরপ্রদেশে ৬৫ আসনে লড়ার ঘোষণা অখিলেশের

লখনউ, ৩ নভেম্বর: মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। যত দিন যাচ্ছে সেই বিবাদ যেন বেড়েই চলেছে। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার আগ্রহ দেখিয়েও সাড়া পাননি অখিলেশ যাদব। যার পালটা হিসাবে তিনি ঘোষণা করে দিয়েছেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের ৬৫ আসনে একাই লড়বে সমাজবাদী পার্টি। বাকি আসনগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে।

আসলে মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনে আসন সমঝোতা ভেস্তে যাওয়ায় কংগ্রেসের উপর খাপ্পা অখিলেশ। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেস নিজেদের শক্তির জায়গায় দাদাগিরি করছে। মধ্যপ্রদেশে তিনি মাত্র ৬টি আসনে লড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু কমল নাথ সেই ৬টি আসনও তাঁকে ছাড়তে রাজি হননি। উলটে অখিলেশকে কটাক্ষ ছুড়েছেন। যার জেরে মধ্যপ্রদেশে জোট ভেঙে গিয়েছে। রাজস্থানেও কংগ্রেস কোনও ছোট দলকে আসন ছাড়েনি।

যার পালটা হিসাবে বৃহস্পতিবার অখিলেশও কার্যত একপেশেভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ৬৫টিতে লড়বে সমাজবাদী পার্টি। বাকি ১৫টি আসন ভাগ করে দেওয়া হবে ইন্ডিয়া জোটের অন্য সঙ্গীদের মধ্যে। এই অন্য সঙ্গীদের মধ্যে কংগ্রেস আছে, রাষ্ট্রীয় লোকদল আছে, আপনা দলের একটি অংশ আছে, মহান দল আছে। এমনকী, তৃণমূল এবং জেডিইউও উত্তরপ্রদেশে লড়তে আগ্রহী। এতগুলি দলের মধ্যে আসন ভাগ করতে হলে কংগ্রেসের ভাগ্যে ৮০টির মধ্যে বড়জোর ৫-৭টি আসন জুটতে পারে।

অখিলেশের এই ঘোষণায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ কংগ্রেস শিবির। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অজয় রাই বলে দিয়েছেন, এখনও আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনার সময় আসেনি। পাঁচ রাজ্যের ভোটে কংগ্রেসের বড় নেতারা ব্যস্ত। ভোটের পরই এসব নিয়ে আলোচনা হবে। সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা আলোচনা করে আসন সমঝোতার বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন। এখন এ নিয়ে মুখ খোলার কোনও মানে হয় না।

প্রধানমন্ত্রীর কাঁধে চেপে নতুন রামমন্দিরে যাবেন রামলালা

লখনউ, ৩ নভেম্বর: আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেবল উদ্বোধনই নয়, জানা যাচ্ছে রামলালার মূর্তি অস্থায়ী মন্দির থেকে রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে নিয়ে নিজের কাঁধে করে নিয়ে যাবেন মোদিই। প্রায় ৫০০ মিটার পথ তিনি খালি পায়ে মূর্তি হাতে হাঁটবেন। এমনই প্রস্তাব তাঁকে দিতে চলেছে মন্দিরের ট্রাস্ট। আর পথে থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর আঁটোসাঁটো নিরাপত্তাও। সঙ্গে থাকতে পারেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবৎ-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ২২ জানুয়ারি মন্দিরের পুজোতে যজমানের দায়িত্বও পালন করবেন মোদি।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রাম মন্দিরই হবে। সেই ঐতিহাসিক রায় মেনে গত বছর ৫ অগস্ট রামমন্দিরের ভূমিপুজো হয়। মন্দিরের শিলান্যাস করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিকে মুসলিম পক্ষ চাইছে, মোদি যেভাবে মন্দিরের শিলান্যাস করেছেন, সেভাবে মসজিদেরও শিলান্যাস করুন।

জানা গিয়েছে, প্রার্থনার পর, মন্দিরের গর্ভগৃহে এক পবিত্র স্থানে স্থাপন করা হবে রামলালার মূর্তিটি, যাকে বলা হয় চলমূর্তি। অর্থাৎ, যা সরানো যায়। বর্তমানে, আরও তিনটি পাঁচ ফুট উচ্চতার রামমূর্তি খোদাই করা হচ্ছে। চলমূর্তি স্থাপনের পর, ওই তিন মূর্তির একটিকে অচলমূর্তি হিসেবে স্থাপন করা হবে। অচলমূর্তিটি স্থায়ীভাবে মন্দিরে রাখা থাকবে। রামনবমী বা নবরাত্রীর মতো বিশেষ বিশেষ দিনে, অচলমূর্তিটির সঙ্গে মন্দিরে ফিরে ফিরে আসবে চল মূর্তিটিও।

ইরানের গিলান প্রদেশের পুনর্বাসন কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ড, মৃত ৩২, আহত ১৬

তেহরান, ৩ নভেম্বর: ইরানের একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। যার জেরে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৩২জন। আহত বেশ কয়েকজন। তবে ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে তা এখনও জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইরানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার উত্তর ইরানের গিলান প্রদেশের ল্যাঙ্গারাড শহরের একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভয়াবহ আগুন লাগে। শহরের ডেপুটি গভর্নর মহম্মদ জালাই জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ১৬ জন আহত হয়েছেন যাঁদের মধ্যে ৪জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে এখনও পর্যন্ত কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তা জানা যায়নি। এ নিয়ে গিলান প্রদেশের প্রধান বিচারপতি ইসমাইল সাদেঘি জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই পুনর্বাসন কেন্দ্রের ম্যানেজার-সহ সন্দেহজনক বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, কেন্দ্রটিতে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। বাড়িটির ছাদ, দেওয়াল ও জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বলে রাখা ভালো, চলতি বছরের অগস্ট মাসেই ইরানের রাজধানী তেহরানের একটি বাজারে আগুন লাগে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক দোকান।

তুরস্ক, চিন ও ইউএই কোম্পানিগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ৩ নভেম্বর: ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার সহায়তা বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার তুরস্ক, চিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ১৩০টি কোম্পানি ও মানুষের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিস বলেছে যে তুর্কি নাগরিক বার্ক তুর্কেন এবং তার কোম্পানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বার্কের বিরুদ্ধে রুশ গোয়েন্দাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া চিন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অনেক কোম্পানির বিরুদ্ধে বিমান চলাচলের যন্ত্রপাতি ও মেশিন ইত্যাদি পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। তাই তাদের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

১১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ৩ নভেম্বর: ১১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন হবে পাকিস্তানে। বৃহস্পতিবার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল সেদেশের নির্বাচন কমিশন। চলতি মাসেই পাক কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। মেয়াদ ফুরনোর তিন মাসের মধ্যেই নির্বাচন হবে বলে জানাল কমিশন। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন ইচ্ছাকৃতভাবে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিল সেদেশের বিরোধী শিবির। নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে একাধিক মামলাও দায়ের হয়েছে পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতে। পাক সরকার ভেঙে দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে কেন নির্বাচন হচ্ছে না, সেই দাবিতেই মামলা দায়ের হয়। মামলার শুনানি চলাকালীনই নির্বাচন কমিশন ভোটের তারিখ ঘোষণা করে। জানা গিয়েছে, ২৯ জানুয়ারির মধ্যেই নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোর সীমা নির্ধারণ করা হবে। তার পর ১১ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন। ফলপ্রকাশের দিন অবশ্য এখনও ঘোষণা করা হয়নি। সঠিক সময়ে নির্বাচন আয়োজন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের কেয়ারটেকার সরকারকে। অগস্ট মাসে মন্ত্রিসভা ভেঙে তৈরি হয় নতুন সরকার। সেই সময়ে জানা গিয়েছিল, চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই পাকিস্তানে নির্বাচন হবে। পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে সরকার ভেঙে দিতে হয়। কিছুদিনের জন্য দেশ চালানোর ভার নেয় কেয়ারটেকার সরকার। নির্বাচনে লড়ার জন্য কোনও দলই যেন বেশি সুবিধা না পায়, তা নিশ্চিত করতেই এমন নিয়ম। তবে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শাহবাজ শরিফের দলের পরিকল্পনা অনুযায়ীই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছিল ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ। কিন্তু বর্তমানে তিনি জেলবন্দি। নির্বাচনে আদৌ তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাছাড়াও আর্থিক সংকটে কার্যত বিপর্যস্ত পাকিস্তান। তার মধ্যে নির্বাচন হলে দেশজুড়ে হিংসা ছড়াতে পারে। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হলে পাকিস্তানে হিংসা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/329/23-24 Dated 01.11.2023	Construction of Concrete Road with Covered Drain from H/O Kouser Dhali to H/O Jhangir Ansari at Jagannathpur Bhangipara in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,02,497.00

Bid Submission end date: **18.11.2023 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BUDGE BUDGE MUNICIPALITY
71, M.G. Road, Budge Budge, Kolkata - 700 137

NOTICE INVITING e-TENDER
Tender Notice No. BBM/PWD/11/2023-2024; TID: 2023_MAD_599738_1
e-Quotation (Rates) are invited from the interested parties or suppliers at the present market price and reasonable rates for dismantling & shifting of RCC & Brick Garbage Vats (91 Nos.).
For details, interested bidder may visit www.wbtenders.gov.in.
Last Date: 10/11/2023 up-to 06:00 pm.

Sd/-
Executive Officer
Budge Budge Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

N.I.T. No. 09 of 2023-2024
Sealed Tender are invited by the Assistant Engineer, Berhampore Sub-Division-III P.W.Dte. for some works on 01.11.2023
1. Last Date of receipt of Application: -**10.11.2023 up to 2.00 P.M.**
2. Receipt of Tender in sealed envelope:- **17.10.2023 at 3.00 P.M.**

Sd/-
Assistant Engineer, PWDte
Berhampore Sub Division No.III

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER
e-NIT No.: 06/BON-1/2023-24 (2nd Call), Date: 31/10/2023, CFC(Untied), 6 nos. of road works, **e-NIT No.: 07/BON-1/2023-24 (2nd Call), Date: 31/10/2023,** CFC(Tied) 5 nos. drain works & 3 no Solar Submersible works is hereby invited by the Prodhan, Bondul-1 GP from bonafied & eligible resourceful agency. Last Date of Online Bid Submission at e-Tender portal **10/11/2023 up to 11.00 AM.** For more details please contact at GP office or may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

Jamalpur-II Gram Panchayat
Natungram, Jamalpur, Purba Bardhaman
(Under Jamalpur Development Block)
Notice Inviting e-Tender & Offline Tender
e-Tender is hereby invited by Jamalpur-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under **15th C.F.C & PBG-SFC Fund 2023-24**.
Tender Offline: **NIT No.: 467/Jam-II/23, Date : 31.10.2023.**
Tender Online: **Ref NIT No.: 465/Jam-II/23 & 466/Jam-II/23**
All NIT Date: 31.10.2023. Details are available in **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-পিএ-১৯এসটিএন-এইচডব্লুএইচ-আরটি, তারিখ ০২.১১.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-ইটিএন-পিএ-১৯এসটিএন-এইচডব্লুএইচ-আরটি-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২৮.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনের (১৯) পুরনো পিএ সিস্টেমের প্রতিস্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ৭৪,৭৬,২৯২.৪২ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১,৪৯,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ/সময় :** ০২.১১.২০২৩ সন্ধ্যা ৬.১৬ মিনিট। **অফারের বৈধতা :** ১২০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৯ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৪.১১.২০২৩। **বিডিংয়ের ধরন :** প্রতিটি নির্দিষ্ট আইটেমের জন্য সিঙ্গল রেট। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **চুক্তির শ্রেণী :** এক্সপেন্ডিচার। **দরের ক্রম :** ন্যূনতম থেকে উচ্চতম। **এক্সপেন্ডিচারের ধরন:** ক্যাপিটাল (ওয়ার্কস)। **আইপিএএস অ্যাকাউন্টিং ইউনিট:** ০২০২-পূর্ব-রেলওয়ে-এইচডব্লুএইচ পূর্ব রেলওয়ে।
(HWH-335/2023-24)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING TENDER
No. 03 of 2023-2024 of the Assistant Engineer (A-I), Katwa (Agri-Irrigation) Sub-Division
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 04 (Four) groups for **Gr-(A)** Repairing & Renovation of Pump House 3 Nos. New Spout at Ketugram-I DTW (BN-383), **Gr-(B)** Laying of New Pipe Line at Debagram-I DTW (BN-381), **Gr-(C)** Estimate for Repairing & Renovation of Pipeline and Laying of New Pipe Line at Ketugram-I DTW (BN-383), **Gr-(D)** Repairing and rewinding of 3 nos 20 H.P. Submersible Motor-Pump set of different make under Katwa (A-I) Sub-Division. Under Katwa (A-I) Sub-Division in the District of Purba Bardhaman, Form No. 2911 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub Division, Katwa, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. **Last Date of Application 08.11.2023** and **Last Date availability of tender paper 10.11.2023 up to 2.00 P.M.**

Assistant Engineer (A-I)
Katwa (A-I) Sub-Division
Katwa, Purba Bardhaman

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১০/২৩-২৪ তারিখঃ ০৩.১১.২০২৩ স্টোর্স সামগ্রীর প্রাপ্যতার জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৩১১৪২	শাকু কাপলারের ড্রু এবং বাফ গীয়ারের স্পেয়ার পার্টসের সেট	৩০ সেট	১৩.১১.২০২৩, দুপুর ২টো
০১২৩৫০২১	১১০ভি,৩০০এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারি	১০ সেট	১৩.১১.২০২৩, দুপুর ২টো

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
CORRIGENDUM
1st Call 1st Corrigendum
Memo No. 1325/PW/Eng/2023 dated 02.11.2023
It is notified that the intending Tenderer/Bidder will read the following in connection with E-Tender Notice No. 217/PW/Eng/2023 dated 29.09.2023 for Sl. No. 1. **1)** Closing date and time of download of Tender Documents (online) 07.11.2023 instead of 01.11.2023. **2)** Closing date and time of Bid Submission (Technical and Financial) 07.11.2023 instead of 01.11.2023. **3)** Date and time of Opening of Technical Proposal (Online) 09.11.2023 instead of 03.11.2023. **4)** Date of opening of Financial Proposal (online) will be notified later on. All other terms & conditions will remain same.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-126 to 131/23-24 Dated- 03-11-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Purulia, Murshidabad, North 24 Parganas and Uttar Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **04-11-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **24-11-2023 and 01-12-2023 before 3.00 pm** as per NIeT.
Dater: 03.11.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/338/23-24 Dated 02.11.2023	ELECTRICAL ESTIMATE FOR THE CONSTRUCTION OF PROPOSED URBAN PRIMARY HEALTH CENTRE (UPHC-2) AT WARD NO.- 03 WITHIN RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 6,46,163.00

Bid Submission end date: **18.11.2023 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender
E. Tender Notice No. 243/PW/Eng/2023 dated 03-11-2023
Memo No. 1346/PW/Eng/2023 dated 03-11-2023
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**
For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office notice Board.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Mirzapur Bankipur Gram Panchayat
Mirzapur Bankipur, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for different development works. For Scheme details, other Terms and Conditions please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
NIT No.: 380/MB/23-24/15th FC, Date: 03.11.2023, Scheme: 01 nos. Bid Submission Start Date (Online): **04.11.2023 at 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **11.11.2023 up to 06:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **17.11.2023 at 11:00 AM onwards.**

Sd/-
Pradhan
Mirzapur Bankipur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/330/23-24 Dated 01.11.2023	Construction of Concrete Road from (A) H/O Partha Bhattacharya to H/O Manik Mondal at Nowapara Aikatan, (B) H/O Timir Babu to H/O Sanatan Mondal at Nazrul Sarani & (C) H/O Mamata Dasgupta to H/O Haru Mondal at Badamtala Mondalpara in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,38,929.00
WBMAD/ULB/RSM/331/23-24 Dated 01.11.2023	Proposed of Beautification (Fencing, M.S. structural works) at Hatuipara Pond side in Ward No.-14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,64,290.00

Bid Submission end date: **18.11.2023 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ডাচদের হারিয়ে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করল আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই আফগানিস্তান এর আগে পাকিস্তানের ২৮২ রান টপকে গিয়েছিল ৮ উইকেট হাতে রেখে, শ্রীলঙ্কার ২৪১ রান পেরিয়ে গিয়েছিল ৩ উইকেট হারিয়ে। আজ নেদারল্যান্ডসের ১৮০ রানের লক্ষ্যটা তাই 'ছোটখাটো'ই ছিল আফগানদের জন্য।

শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই। লক্ষ্ণৌতে ডাচদের বিপক্ষে ১১১ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নিয়েছে হাশমতউল্লাহ শহীদির দল। এই জয়ে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ভালোমতোই এগিয়ে গেছে আফগানিস্তান। ৭ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে আফগানদের অবস্থান তালিকার পাঁচ নম্বরে। শেষ দুই ম্যাচ জিতলে তো বটেই, অন্তত একটি ম্যাচ জিতলেও সেমিফাইনালের টিকিট কাটার সম্ভাবনা থাকবে আফগানিস্তানের।

একসময় আফগানিস্তানের 'হোম ভেন্যু' ছিল লক্ষ্ণৌর একানা স্টেডিয়াম। নিজেদের চেনা এই মাঠে স্পিন জাল বিছিয়েই নেদারল্যান্ডসকে আটকেছে আফগানিস্তান। অবশ্য ডাচ ব্যাটসম্যানদের রানিংয়ে গড়বড় করে ফেলা এতে 'বড় অবদান' রেখেছে। টস জিতে ব্যাট করতে নামা নেদারল্যান্ডস প্রথম ওভারে ওয়েসলি বারেসিকে হারালেও ম্যাক্স ও'ডাউড ও কলিন অ্যাকারম্যানের জুটিতে ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়ায়। ১১ ওভারে স্কোরবোর্ডে জমা হয় ৭২ রান। তবে দ্বাদশ ওভারে একটি ডাবলস নিতে গিয়ে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের সরাসরি থ্রোয়ে ও'ডাউড রানআউট হলে ভাঙন ধরে ডাচ ইনিংসে। ১৯তম ওভারে টানা দুই বলে রানআউট হন অ্যাকারম্যান এবং অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডসও।

এরপর মোহাম্মদ নবী বাস ডি লিডিকে এবং নুর আহমেদ সাকিব জুলফিকারকে তুলে নিলে ১১৩ রানে ৬ উইকেট হারায় নেদারল্যান্ডস। এখান থেকে আর দলটি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ৫৮ রান করে অ্যাকারম্যানও রানআউট হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত ১৭৯ রানে থেমে যায় ডাচ ইনিংস।

রান তাড়ায় ওভারপ্রতি চারেরও

কম রান দরকার ছিল আফগানিস্তানের। যদিও রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরানের উদ্বোধনী জুটিতে ছিল দ্রুত শেষ করার তাড়া। আর সেটা করতে গিয়ে দুই ওপেনার ফিরে যান ৫৫ রানের মধ্যে। তবে রহমত শাহকে নিয়ে এরপর আর বিপদে পড়তে দেননি হাশমতউল্লাহ। তৃতীয় উইকেটে দুজনে মিলে যোগ করেন ৭৪ রান। টানা তৃতীয় ফিফটি তুলে রহমত ৫৪ বলে ৫২ রান করে ফিরলেও আফগানিস্তান তখন জয় থেকে ৫১ রান দূরে দাঁড়িয়ে।

আজমতউল্লাহকে নিয়ে যা তুলে নেন অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ। ৩২তম ওভারের তৃতীয় বলে আরিয়ান দত্তকে মিড উইকেট দিয়ে চার মেরে জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়কই। অপরাজিত থাকেন ৬৪ বলে ৫৬ রানে। অপর প্রান্তে আজমতউল্লাহ মাঠ ছাড়েন নামের সঙ্গে ২৮ বলে ৩১ রানে।

টুর্নামেন্টে চতুর্থ জয় তুলে পাকিস্তানকে টপকে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে উঠে এসেছে আফগানিস্তান। দলটির শেষ দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দুটিতেই জিতলে সেমিফাইনালে উঠে যাবে তারা, কারণ চারটি বেশি দলের ১২ পয়েন্ট তোলার সুযোগ নেই। আর দুই ম্যাচের একটিতে জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়েও চতুর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

১০ জনের ৪ জনই রান আউট, যে রেকর্ডে নেদারল্যান্ডসই প্রথম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাক্স ও'ডাউড ও কলিন অ্যাকারম্যানের জুটিতে ভালোই এগোচ্ছিল নেদারল্যান্ডস। লক্ষ্ণৌয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ব্যাট করতে নেমে ডাচদের রান রেট ছয়ের ওপরে তুলে নেন দুজনে মিলে। কিন্তু ইনিংসের ১২তম ওভারে ডাবলস নিতে গিয়ে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের সরাসরি থ্রোয়ে রান আউট হন ও'ডাউড।

৭০ রানের জুটি ভাঙা এই রানআউটে বড় ভাঙনের মুখে পড়ে ডাচ ব্যাটিং লাইনআপ। ১ উইকেটে ৭৩ রান থেকে ১৭৯ রানে গুটিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। মাত্র ১০৬ রানের মধ্যে ৯ উইকেট পড়ে যাওয়ার পেছনে যতটা না আফগান বোলারদের কৃতিত্ব, তার চেয়ে বেশি ডাচ ব্যাটসম্যানদের রান নেওয়ার ব্যর্থতা। নেদারল্যান্ডসের ১০ ব্যাটসম্যানের ৪ জনই হন রানআউট, যাদের সবাই প্রথম পাঁচে ব্যাটিং করেন। প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের চারজনই রানআউট;ওয়ানডে ক্রিকেটে এমন ঘটনা দেখল এই প্রথম।

রান আউট হওয়া চার ব্যাটসম্যানের প্রথমজন ও'ডাউড। ম্যাচের ১৯তম ওভারে সিঙ্গেল নিতে গিয়ে রানআউট হন

অ্যাকারম্যানও। এটি ছিল নেদারল্যান্ডসের তৃতীয় উইকেট। অ্যাকারম্যানের পর ব্যাটিংয়ে নামেন ডাচ অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। প্রথম বল সুইপ করতে গেলে ঠিকমতো খেলতে পারেননি। বল কিছুটা ওপরের দিকে উঠে গেলে কয়েক পা সামনে এগিয়ে যান এডওয়ার্ডস, এদিকে বল নাগালে নিয়ে আফগান উইকেটকিপার ইকরাম আলিখিল স্টাম্প ভেঙে দেন। দুই বলে দুই রান আউট!

এখানেই শেষ হয়নি ডাচদের রানআউট দুর্ভোগ। চারে নামা সিব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখটের ব্যাটে চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ার দিকে এগোচ্ছিল নেদারল্যান্ডস। ম্যাচের ৩৫তম ওভারে সিঙ্গেল নিতে গেলে মোহাম্মদ নবীর থ্রোয়ে রান আউট হন এঙ্গেলব্রেখটও। থেমে যায় তাঁর ৮৬ বলে ৫৮ রানের ইনিংস। ডাচরা রান আউটে হারায় চতুর্থ উইকেট।

শামির প্রশংসায় ওয়াসিম আকরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: সময়টা এখন মোহাম্মদ শামির। বল হাতে নিলেই যেন দলকে উইকেট এনে দেবেন এই পেসার। গতকাল ওয়াংখেড়েতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও নিয়েছেন ৫ উইকেট। গড়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ৩ ম্যাচ খেলেই শামির উইকেট এখন ১৪টি। ভারতের এই পেসারের এমন দাপুটে বোলিংয়ে মুগ্ধ পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম। সাবেক এই পেসার বলছেন, শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে রীতিমতো খেলেছেন শামি।

৫ উইকেট নেওয়ার পথে কয়েকটি রেকর্ড গড়েছেন শামি। বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক এখন তিনি। মাত্র ১৪ ইনিংসে নিয়েছেন ৪৫ উইকেট। ছাড়িয়ে গেছেন জহির খান ও জাভাগাল শ্রীনাথকে।

বিশ্বকাপে ৪৪ উইকেট নিতে জহিরের লেগেছিল ২৩ ইনিংস, শ্রীনাথের ৩৩ ইনিংস। আর ১৪তম ইনিংসেই কি না ওই দুজনকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়ে গেছেন শামি। এ ছাড়া বিশ্বকাপে ৭ বার কমপক্ষে ৪ উইকেট নিয়েছেন শামি। ছাড়িয়ে গেছেন মিচেল স্টার্ককে। আগের ম্যাচেই স্টার্কের ৬ বার ৪ উইকেট নেওয়ার কীর্তি ছুঁয়েছিলেন শামি। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি তিনবার ৫ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে স্টার্ককে ছুঁয়েছেন শামি। দুবার করে ৫ উইকেট আছে সাতজনের।

বিশ্বকাপে এমন সব রেকর্ড গড়া শামিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আকরাম, '৫ ওভারে ১৮ রানে ৫ উইকেট। কী দুর্দান্ত এক স্পেল। দ্বিতীয় বোলার হিসেবে বিশ্বকাপে তিনবার ৫ উইকেট নিয়েছে। এর আগে শুধু মিচেল স্টার্কের এই রেকর্ড ছিল।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৭	৭	০	১৪
দঃ আফ্রিকা	৭	৬	১	১২
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪	২	৮
নিউ জিল্যান্ড	৭	৪	৩	৮
আফগানিস্তান	৭	৪	৩	৮
পাকিস্তান	৭	৩	৪	৬
শ্রীলঙ্কা	৭	২	৫	৪
নেদারল্যান্ডস	৭	২	৫	৪
বাংলাদেশ	৭	১	৬	২
ইংল্যান্ড	৬	১	৫	২

১০ বছর পর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেপাল, ওমানও সঙ্গী

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি এশিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে সেমিফাইনালে নিজ নিজ ম্যাচ জিতে ২০২৪ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে নেপাল ও ওমান। নেপালের কীর্তিপুরে প্রথম সেমিফাইনালে বাহরাইনকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে ওমান। মুলপানিতে অন্য সেমিফাইনালে আরব আমিরাতকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিক নেপাল।

টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অংশ নেবে নেপাল। ২০১৪ সালে অংশ নেওয়ার ১০ বছর পর আবারও টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার টিকিট কাটল হিমালয়ের দেশটি। ওমান এর আগে দুবার টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছে। ২০১৬ ও ২০২১ সালের সংস্করণে বিদায় নিয়েছে গ্রুপ পর্ব থেকে। নেপালও ২০১৪ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিদায় নিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে।

কীর্তিপুরে টস জিতে আগে ব্যাটিং করা বাহরাইন ওমানের স্পিনার আকিব ইলিয়াসের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। ৪ ওভারে ১ মেডেনসহ ১০ রানে ৪ উইকেট নেন আকিব ইলিয়াস। পুরো ২০ ওভার খেলেও ৯ উইকেটে ১০৬ রানে অলআউট হয় বাহরাইন। তিনে নামা ইমরান আলীর ব্যাট থেকে এসেছে সর্বোচ্চ ৩০ রান। তাড়া করতে নেমে দুই ওপেনারের ফিফটিতে মাত্র ১৪.২ ওভারে জিতেছে ওমান। ৪৪ বলে ৫৭ রানে অপরাজিত ছিলেন কাশ্যপ প্রজাপতি। অন্য প্রান্তে ৪২ বলে ৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন

প্রতীক আথাভেল।

কাঠমান্ডুর মুলপানিতে নেপাল ওমানের মতো এত সহজে জিততে পারেনি। টস হেরে আগে ফিল্ডিং করা নেপালের সামনে ৯ উইকেটে ১৩৪ রানের পুঁজি দাঁড় করায় আরব আমিরাত। ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন আরব আমিরাতের হয়ে তিনে নামা ভৃত্য অরবিন্দ। অন্য ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে তেমন সাহায্য পাননি তিনি।

নেপালের হয়ে ৩ ওভারে ১১ রানে ৩ উইকেট নেন স্পিন অলরাউন্ডার কুশল মাল্লা। ১৪ রানে ২ উইকেট সন্দীপ লামিচানের। তাড়া করতে নেমে ১৭ বল হাতে রেখে নেপালের তুলে নেওয়া জয়ে ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন নেপালের ওপেনার আসিফ শেখ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মোট ২০টি দল এই বিশ্বকাপে অংশ নেবে। এ পর্যন্ত ১৮টি দল জায়গা চূড়ান্ত করেছে। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে বাকি দুটি দল চূড়ান্ত হবে। চলতি মাসের শেষেই নিষ্পত্তি হবে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বের লড়াই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র স্বাগতিক হিসেবে সরাসরি ২০২৪ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলবে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা ২০২২ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শীর্ষ আট দলের মধ্যে থাকায় ২০২৪ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে জায়গা পেয়েছে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে জায়গা করে নিয়েছে আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। পূর্ব এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে পাপুয়া নিউগিনি এবং আমেরিকা অঞ্চল থেকে কানাডা জায়গা করে নিয়েছে চূড়ান্ত পর্বে। ১৭ ও ১৮তম দল হিসেবে ২০২৪ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা পেল নেপাল ও ওমান।

বিশ্বকাপ শেষ নিউজিল্যান্ডের হেনরির, দলে জেমিসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: হ্যামস্ট্রিং চোটে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরি। পুনেতে গত বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচের ২৭তম ওভারে তিনি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েন। মাঠের বাইরে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিলেও ব্যথার তীব্রতা না কমায় আর ফিল্ডিংয়ে নামতে পারেননি। যদিও পরে ১১ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন।

৩১ বছর বয়সী হেনরির চোট গুরুতর। তাঁর চোটের অবস্থা বুঝতে পেরে স্ক্যানের ফল পাওয়ার আগেই গতকাল বৃহস্পতিবার 'কাভার' হিসেবে জেমিসনকে উড়িয়ে নেওয়া হয় ভারতে। পরে রিপোর্টে দেখা যায়, হেনরির ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে গ্রেড-২ চিড় রয়েছে, যা থেকে সেরে উঠতে অন্তত দুই থেকে চার সপ্তাহ সময় লাগবে। এবারের বিশ্বকাপে চমৎকার ছন্দে ছিলেন হেনরি। এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের সবগুলো ম্যাচ খেলে ২৮.৬৩ গড়ে নিয়েছেন ১১টি উইকেট। দলের অন্যতম প্রধান বোলারকে হারিয়ে আজ হতাশার কথা জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ গ্যারি স্টিড।

হেনরির বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার খবর জানিয়েছে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এনজেডসি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি জানায়, হেনরির বদলে

বিশ্বকাপ দলে ঢুকেছেন কাইল জেমিসন। এরই মধ্যে ডানহাতি এ পেসার দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

গ্যারি স্টিড বলেছেন, 'হেনরিকে হারিয়ে খারাপ লাগছে। দীর্ঘদিন ধরে ম্যাট (হেনরি) আমাদের ওয়ানডে দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। টুর্নামেন্টের শেষ দিকে এসে তাকে এভাবে ছিটকে যেতে দেখা আমাদের জন্য হতাশাজনক। গত কয়েক বছর সে ধারাবাহিকভাবে আইসিসি ওয়ানডে বোলারদের সেরা দশে আছে, যা তার সামর্থ্যের প্রমাণ দেয়।'

জেমিসন ওয়ানডে খেলেছেন ১৩টি, উইকেট নিয়েছেন ১৪টি। তাঁর বেশির ভাগ সফলতাই এসেছে টেস্ট ক্রিকেটে। এখন পর্যন্ত ১৬ টেস্টে ৭২ উইকেট নিয়েছেন এই কিউই পেসার। এর আগেও টিম সাউদির চোটেও বিকল্প হিসেবে ডাকা হয়েছিল জেমিসনকে। সেবার প্রায় দুই সপ্তাহ দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার।

নিউজিল্যান্ড দলে অবশ্য চোটে ভোগা খেলোয়াড় আরও আছে। নিয়মিত অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন, মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান মার্ক চ্যাপম্যান ও ফাস্ট বোলার লকি ফার্গুসন আগে থেকেই চোটের সঙ্গে লড়ছেন। হালকা চোট আছে অলরাউন্ডার জিমি নিশামেরও।

আগামীকাল শনিবার বেলা ১১টায় বেঙ্গালুরুতে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড। এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচ খেলে তাদের জয় চারটিতে আর হার তিন ম্যাচে।

দাস প্রথার সঙ্গে যোগ থাকায় লর্ডসের স্ট্যান্ডের নাম বদলে যেতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: লর্ডসের উত্তর-পশ্চিম কোণে ভিক্টোরিয়ান আমলের প্যাভিলিয়নের পাশেই ওয়ার্নার স্ট্যান্ড। যাঁর নামে এই গ্যালারির নামকরণ, তাঁর সঙ্গে লর্ডসের সংযোগ স্টেডিয়ামটির ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী '৭০ বছরব্যাপী'।

খেলোয়াড়, ক্রিকেট প্রশাসক ও সম্পাদক হিসেবে নানা রকম ভূমিকা 'গ্র্যান্ড ওল্ডম্যান অব ইংলিশ ক্রিকেট' নামে খ্যাতিমান স্যার পেলহাম ওয়ার্নারের। ৮৯ বছর বয়সে ১৯৬৩ সালে পরপারে পাড়ি জমানো ওয়ার্নারের নামে লর্ডসে ১৯৫৮ সালে বানানো হয়েছিল ওয়ার্নার স্ট্যান্ড। ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম 'টেলিগ্রাফ' জানিয়েছে, দাস প্রথার সঙ্গে সংযোগ থাকায় এই স্ট্যান্ডের নাম পাল্টানো হতে পারে।

ইংলিশ ক্রিকেটে বর্ণবাদসূচক বৈষম্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে ক্রিকেটের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)। এই প্রতিবেদন পাওয়ার পর ওয়ার্নার স্ট্যান্ডের নাম 'পর্যালোচনাধীন' আছে বলে জানিয়েছে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'।

এমসিসি চেয়ারম্যান ব্রুস কার্নেগি ব্রাউন সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা (নাম) সরিয়ে নিতে চাই এবং ক্লাব

হিসেবে পর্যালোচনাধীন রাখতে চাই। ট্রেন্টব্রিজে স্টুয়ার্ট ব্রডের নামে গ্যালারি আছে। এটি বর্তমান কিংবদন্তিদের সঙ্গে তরুণদের সেতুবন্ধের জন্য ভালো।' টেলিগ্রাফকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমসিসি চেয়ারম্যান বলেছেন, ওয়ার্নার স্ট্যান্ডের নাম তাদের (এমসিসি) 'পর্যালোচনায় রাখা উচিত'। এমসিসিকে এ বিষয়ে 'খুব সতর্ক হতে হবে' বলেও মন্তব্য করেন ব্রুস কার্নেগি ব্রাউন। ইংল্যান্ড, মিডলসেক্স ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন ওয়ার্নার। ১৫ টেস্টের (১৮৯৯-১৯১২) ক্যারিয়ারে অধিনায়কত্বও করেছেন ইংল্যান্ডের। নির্বাচকদের প্রধান এবং কুখ্যাত সেই 'বডিলাইন' সিরিজে (১৯৩২-৩৩) ইংল্যান্ড দলের ম্যানেজারও ছিলেন। দাস প্রথা বিলোপের প্রায় ৭০ বছর পর ১৮৭৩ সালে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোয় জন্ম ওয়ার্নারের। তাঁর পূর্বপুরুষ দাস ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে চিনি উৎপন্ন করে, এমন অর্থকরী ফসল চাষাবাদ করে অর্থের মুখ দেখেছিল ওয়ার্নারের পরিবার। তাঁর দাদা কর্নেল এডওয়ার্ড ওয়ার্নারের ত্রিনিদাদ ও ডমিনিকায় তামাক ও চিনি উৎপন্নকারী ফসলের ভূসম্পত্তি ছিল। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আসা দাসরা সেখানে কাজ করত। দাস প্রথা বিলোপের পর সরকারের পক্ষ থেকে ওয়ার্নার পরিবারকে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছিল। দাস ব্যবসার সঙ্গে পেলহাম ওয়ার্নারের সরাসরি সংযোগ নেই। যদিও ইংল্যান্ডে অভিযোগ উঠেছে, তিনি এই ব্যবসা থেকে উপকৃত হয়েছেন। যদিও ব্রাউন এমসিসি চেয়ারম্যান হওয়ার আগে ২০২১ সালে সংস্থাটি জানিয়েছিল, ওয়ার্নার স্ট্যান্ডের নাম পাল্টানো হবে না। কারণ, দাস ব্যবসার সঙ্গে তাঁর সরাসরি সংযোগ ছিল না।

কিন্তু ক্রিকেটে সাম্যতা আনতে গঠিত স্বাধীন কমিশন (আইসিইসি) গত জুনে অ্যাশেজে লর্ডস টেস্ট শুরুর আগে যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল, সেখানে এমসিসির সমালোচনার পাশাপাশি ওয়ার্নারের সঙ্গে দাস ব্যবসার সংযোগের ব্যাপারটিও সামনে টেনে আনে। আইসিইসি প্রতিবেদনে এমসিসির সদস্যদের বলা হয়েছিল, 'অতীতচারী, আভিজাত্যবাদী এবং যাঁরা ক্রিকেট খেলেন, সমাজের সেই বড় অংশের প্রতিনিধি নন (ওয়ার্নার)।' এমসিসির বর্তমান চেয়ারম্যান কার্নেগি ব্রাউন ইংল্যান্ডের ইনস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান লয়েডস অব লন্ডনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। দাস ব্যবসার সঙ্গে সংযোগ থাকায় ২০২০ সালে এই প্রতিষ্ঠান জনসমক্ষে ক্ষমাও চেয়েছিল। এমসিসি চেয়ারম্যান ব্রাউন এ নিয়ে বলেছেন, 'দাস প্রথার সঙ্গে এমসিসির সংযুক্ত থাকার ব্যাপারে আমরা একটি পর্যালোচনা করেছিলাম। ক্ষতিকর কিছু পাইনি। দাস প্রথা থেকে এমসিসি কিংবা লর্ডসে টাকা আসার যোগসূত্রটা খুবই কম। লয়েডস অব লন্ডনে আমি এর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিলাম, যেখানে আমাদের (প্রতিষ্ঠান) সম্মতিতেই দাসবাহী কার্গোগুলো আটলান্টিক পার হতো।'

ওয়াংখেড়ের ভাস্কর্য; শচিন নাকি স্মিথের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে স্থাপিত শচীন টেন্ডুলকারের ভাস্কর্যটির সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথের মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই। স্মিথের নামের নকল অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে সাংবাদিক, সমর্থকেরা এ নিয়ে মজা করার সুযোগও ছাড়ছেন না।

গতকাল ওয়াংখেড়েতে উন্মোচন করা হয় টেন্ডুলকারের এই ভাস্কর্য। একটি অনুষ্ঠানে টেন্ডুলকারকে স্মারকও তুলে দেওয়া হয় মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। টেন্ডুলকার পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন, 'এ ভাস্কর্য শুধু আমার নয়। প্রত্যেক নন-স্ট্রাইক প্রান্তে থাকা ব্যাটসম্যান, আমার ক্রিকেটের নায়কেরা, প্রত্যেক সতীর্থ, প্রত্যেক সহকর্মী, যাঁরা আমার পাশে ছিলেন, যাঁদের ছাড়া এ ভ্রমণ সম্ভব হতো না;সবার প্রতি এটি উৎসর্গ।'

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়াংখেড়েতেই মুখোমুখি হয়েছে ভারত। এ ম্যাচ শুরুর আগে বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেন্ডুলকার নিজে, মাঠে বসে খেলাও দেখছেন তিনি। তবে টেলিভিশন সম্প্রচারে টেন্ডুলকারের ভাস্কর্যটি দেখানোর পরই স্মিথের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন অনেকেই।

টেন্ডুলকার তুলে মেরে স্ট্রেইট ড্রাইভ খেলছেন, এমন একটি মুহূর্তের ভাস্কর্য বানানো হয়েছে। তবে হেলমেটের নিচে মুখের যে আদল, সেটির সঙ্গেই স্মিথের মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। উইজডেনের সম্পাদক লরেন্স বুথ একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে লিখেছেন, 'মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে ভাস্কর্য বসানোর জন্য স্টিভ স্মিথকে বেছে নেওয়া বেশ আগ্রহজাগানিয়া ব্যাপার।'

স্মিথের নামে থাকা একটি নকল অ্যাকাউন্ট থেকে আবার পোস্ট করে বলা হয়েছে, 'আমার ভাস্কর্য দেখতে পেরে ভালো লাগছে, তবে আমি আরেকটু লম্বা।'

অবশ্য দুজনের দুটি ছবি পাশাপাশি দিয়ে আরেকজন বলেছেন, টেন্ডুলকারের ভাস্কর্যের সঙ্গে স্মিথের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়ার কারণ, দুজন একটা বয়সে প্রায় একই রকম দেখতে ছিলেন!

খেলোয়াড়দের ভাস্কর্য উন্মোচন হওয়ার পর বিতর্ক বা মজা তৈরি হওয়ার ঘটনা অবশ্য নতুন নয় একেবারেই। পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর এমন একটি ভাস্কর্যও বিতর্ক তৈরি করেছিল। সেটি কোনোভাবেই রোনালদোর মতো দেখতে হয়নি, বলা হচ্ছিল এমন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**